NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ব্রিটিশ ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও নবপত্রিকা'র গঙ্গা স্নান করালেন রাণী রাসমণি

রাজনৈতিক হিংসায় মৃত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তর্পণ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ৫

কলকাতা ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ২৭ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.10.2023, Vol.17, Issue No. 126, 8 Pages, Price 3.00

৫৪ ঘণ্টা জেরার পর রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার বাকিবুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডি হেপাজতে বাকিবুর রহমান। তাঁর কৈখালির আবাসনে প্রায় ৫৪ ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এরপর শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে সোমবার পর্যন্ত ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। নদিয়া জেলার কোতোয়ালি থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার ভিত্তিতে ২০২২ সালে ইডি একটি মামলা রুজু করে। বাকিবুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রেশনের আটা চুরি করে পরিমাণে তা কম দেওয়া এবং নিম্নমানের আটা সরবরাহ করা। এর আগে নদিয়ায় বাকিবুরের চালকল ও আটাকলেও তল্লাশি চালায় ইডি। এদিকে এই অভিযানের পর ইডি সূত্রে খবর, আটাকলে তল্লাশিতে প্রচুর সরকারি স্ট্যাম্প ও সিল পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এদিকে বাকিবুরের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে জানানো হয়, গত বুধবার সকাল থেকে ব্যবসায়ী বাকিবুরের কলকাতার কৈখালির ফ্ল্যাটে তল্লাশি শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ৫৪ ঘণ্টা ধরে তাঁর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হয়। ফ্ল্যাটে তল্লাশির পর বাকিবুরকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশেষে শুক্রবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। মূলত ২০১৬ সাল থেকে ফুলেফেঁপে ওঠে বাকিবুরের ব্যবসা। চালকল, আটাকলের পাশাপাশি হোটেল, নার্সিংহোম, শপিংমলেও বাকিবুরের অর্থ আছে বলে মনে করছে ইডি। এর আগে বাকিবুরের সংস্থার বিরুদ্ধে ২০২০ সাল ও ২০২১ সালে দু'টি অভিযোগ দায়ের হয়। সেই সময় রাজ্য পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর আটা উদ্ধার করেছিল। এদিকে ইডির তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে, এক প্রভাবশালী নেতার হাত ছিল বাকিবুরের মাথায়। আর তাতেই রকেটের গতিতে সাফল্যের শীর্ষে উঠতে শুরু করেন বাকিবুর। ২০২২ সালে বাকিবুরের বিরুদ্ধে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। আয়কর বিভাগের হানায় কয়েকশো কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বাকিবুরের বিরুদ্ধে। সেই বাকিবুর-ই এবার রেশন দুর্নীতিতে এবার ইডির জালে। তাঁকে জেরা করে নতুন কোনও দুর্নীতি কি সামনে আসতে চলেছে, উঠছে সে প্রশ্নও। এদিকে বাকিবুরের এই গ্রেপ্তারির পর প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, তিনি বাকিবুরকে চেনেন না। কোনওদিন দেখেননি।

পিতৃতর্পণ...

কলকাতার গঙ্গার ঘাটে মহালয়া উপলক্ষে চলছে পিতৃতর্পণ। ছবি অদিতি সাহা

ভার্চুয়ালি পুজো উদ্বোধনে শারদীয়া-শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি বছরের মতো এবারও মহালয়ার দিনে দলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র উৎসব সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে অন্যান্যবার সশরীরে উপস্থিত থাকলেও এবার অসুস্থতার জেরে ভার্চুয়ালি 'জাগো বাংলা'র শারদ সংখ্যা উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার দুপুরে নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে তিনি পুজোয় শান্তি ও সম্প্রিতীর পরিবেশ বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভাষণে নাম না করে বিরোধী দল বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, যারা বলেছিলেন বাংলায় দুর্গাপুজো হয়না তাঁরাই পুজো উদ্বোধন করতে আসছেন। এটা বাংলার মানুষের জয়। ইউনেস্কেও এরাজ্যের পুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শারদ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে এদিন ভার্চুয়ালি উপস্থিত হয়ে রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি, অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পাওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি নিজেই যেতাম। কিন্তু পায়ের সমস্যার জন্য আমি উপস্থিত হতে পারলাম না। একটা বড় ইনফেকশন হয়েছে। তা সামলাতে আইভি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই এটা পুরোপুরি সেরে উঠবে। যদিও আমি নিজে এখন মানসিক ও শারীরিক ভাবে বেশ সুস্থ।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জাগো বাংলার পুরো টিমকে আমার অভিনন্দন। নিয়ম করে এরা প্রতিদিন মানুষের কাছে খবরটা পৌঁছে দেয়। সকলকে অনুরোধ করব পুজোর স্টলগুলিতে জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যা রাখুন।' এছাড়াও বিশ্ব বাংলার লোগো প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি যখন বিশ্ব বাংলার লোগো করেছিলাম তখন ভাবিনি এটা সারা বিষবে স্বীকৃতি পাবে।'

একইসঙ্গে পুজোর কয়েকটা দিন শান্তিতে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সকলকে অনুরোধ করব এই সময়ে কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে পুজো কাটান। পুলিশকে কাজ করতে সাহায্য করুন। কয়েকটা লোক কী বলল, না বলল, তাদের এড়িয়ে চলাই ভালো।'

শাহকে বিঁধলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র উৎসব সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করতে দেখা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার অভিষেক কটাক্ষ করে বলেন, 'একসময় যাঁরা বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না বলে প্রশ্ন তুলত, তাঁরাই আজ বাংলায় পুজো উদ্বোধন করতে আসছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সেটা বাংলা প্রমাণ করে দিয়েছে। যারা একসময় বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে বলত বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না। তাঁরাই এখন বাংলায় পুজো উদ্বোধন করতে আসছেন।' প্রসঙ্গত, অমিত শাহ ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে একাধিক জনসভা থেকে দাবি করেছেন, এ রাজ্যে দুর্গাপুজো করতে চাইলেও তাতে বাধা দেওয়া হয়। হিন্দুদের স্বাধীনভাবে দুর্গাপুজো করার অধিকার পর্যন্ত নয়। অথচ ঘটনাচক্রে তিনিই এ বছরের শহরের একটি বড় দুর্গাপুজার উদ্বোধনে আসছেন। আগামী ১৬ অক্টোবর সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পুজো উদ্বোধন করার কথা শাহের। তার ঠিক আগে শনিবার অভিষেক এদিন সেই সফর নিয়েই নাম না করে শাহকে কটাক্ষ করলেন।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাক বধ অব্যাহত রাখল ভারত

রোহিত ঝড়ে ৭ উইকেটে হার বাবরদের

আমদাবাদ, ১৪ অক্টোবর: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ইতিহাসের ধারা বজায় রাখল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে-র লড়াইয়ে ধুলোয় মিশে গেল পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সম্মান। শনিবার মাত্র ১৯১ রানে তারা অলআউট হয়ে যায় বাবর আজমের দল। হাতে ৭ উইকেট থাকতেই ভারত এই রানে পৌঁছে যায় ৩০.৩ ভারেই। এই জয়ের পর ভারতীয় টিমকে টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৯৯২ সালে মেলবোর্নে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের দলের হাত ধরে শুরু হয়েছিল ইতিহাস লেখা। ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর সেই ইতিহাসের অষ্টম অধ্যায় যোগ করল রোহিত শর্মার দল। আরও একটা বিশ্বকাপ এবং আরও এক বার পাকিস্তানের হার। বিশ্বকাপের ২২ গজে বরাবরের মতোই আমদাবাদেও ভারতের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারল না পাকিস্তান। তাদের ইনিংস শেষ হয় ১৯১ রানে। জবাবে ৩০.৩ ওভারে ভারত করল ৩ উইকেটে ১৯২ রান। রোহিতেরা জিতলেন ৭ উইকেটে।

প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ভারতের সামনে জয়ের জন্য ১৯২ রানের লক্ষ্য রাখেন। বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই রান তৃতীয় নিম্নতম। জয়ের জন্য সহজ লক্ষ্য পেয়ে আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন রোহিতেরা। শাহিন শাহ আফ্রিদিকে প্রথম বলেই চার মারেন রোহিত। তা দেখে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এ দিনই বিশ্বকাপে অভিষেক হওয়া শুভমন গিলও। বড় রান না পেলেও তাঁর ১১ বলে ১৬ রানের ইনিংসে ডেঙ্গুর দুর্বলতার ছাপ পাওয়া যায়নি। শাহিন তাঁকে দ্রুত আউট করলেও পাকিস্তানের সুবিধা হয়নি কিছু। উইকেটের অন্য প্রান্তে রোহিত এদিনও আফগানিস্তান ম্যাচের মেজাজেই ছিলেন। রশিদ খানদের হারানোর পর তিনি বলেছিলেন, তাঁদের কাছে আফগানিস্তান যা, পাকিস্তানও তা। তা যে শুধু মুখের কথা নয় সেটা রোহিত প্রমাণ করলেন ৬৩ বলে ৮৬ রানের অনবদ্য ইনিংসে। এক লাখ ৩০ হাজার দর্শকের সামনে শতরান হাতছাড়া হলেও ম্যাচ হাতছাড়া হতে দিলেন না রোহিত। পাক বোলারদের শাসন করে মারলেন ৬টি চার এবং ৬টি ছক্কা। এ দিন অবশ্য রান এল না বিরাট কোহলির (১৬) ব্যাটেও। তবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করলেন শ্রেয়স আয়ার। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। শ্রেয়স খেললেন ৬২ বলে ৫৩ রানের অপরাজিত ইনিংস। মারলেন ৩টি চার এবং ২টি ছয়। শেষ বেলায় সঙ্গে পেলেন লোকেশ রাহুলকে। তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেন ১৮ রান করে।

টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথমে ব্যাট করার আহ্বান জানান রোহিত। বাবরের দল ইনিংসের শুরুটা খারাপ করেনি। কিন্তু শেষটা করল অত্যন্ত সাধারণ ভাবে। ৩৬ রানে শেষ ৮ উইকেট হারান তাঁরা। বাবর এবং মহম্মদ রিজওয়ান মিলে করলেন ৯৯ রান। পাকিস্তানের বাকি ন'জন ব্যাটারের অবদান ৯২ রান। ৪২.৫ ওভারে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হল ১৯১ রানে। ফলে বাবরের রেকর্ড ভাঙার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। জবাবে ৩ উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নিল ভারত।

দুই ওপেনার আবদুল্লা শফিক (২০) এবং ইমাম উল হক (৩৬) ধরে শুরু করার পর আগ্রাসী মেজাজে খেললেন। রান তোলার জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজকে। তাতে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কারণ কেউই বড় রান তুলতে পারলেন না। দুই ওপেনার আউট হওয়ার পর অধিনায়ক বাবর দলের হাল ধরেন রিজওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে। দু'জনের জুটি ধারাবাহিক ভাবে প্রতি ওভারে রান তুলে পাক ইনিংস গড়ার কাজে মন দেয়। কিন্তু ৭টি চারের সাহায্যে ৫০ রান করার পরেই মনঃসংযোগ হারান পাক অধিনায়ক। সিরাজের বলে তিনি আউট হওয়ার পর কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের ইনিংস। তৃতীয় উইকেটে ৮৩ রানের জুটি ভাঙার পর পরই যশপ্রীত বুমরার বলে আউট হলেন রিজওয়ান। নিজের অর্ধশতরানও পূরণ করতে পারলেন না। ৭টি চারের সাহায্যে তিনি করলেন ৪৯ রান।

পাকিস্তানের বাকি ব্যাটারেরা কার্যত ২২ গজে এলেন এবং সাজঘরে ফিরলেন। সাউদ শাকিল (৬), ইফতিকার আহমেদ (৪), শাদাব খান (২), মহম্মদ নওয়াজ (৪), হাসান আলি (১২), হ্যারিস রউফদের (২) কেউ উইকেটে দাঁড়ানোর চেষ্টাই করলেন না। এর সুফল পেলেন ভারতীয় বোলারেরা। পাকিস্তানের উইকেটগুলি সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিয়ে নিলেন তাঁরা।

ভারতের সফলতম বোলার বুমরা ১৯ রানে ২ উইকেট নিলেন। ভাল বল করলেন কুলদীপ যাদবও। ৩৫ রানে ২ উইকেট তাঁর। সিরাজ ২ উইকেট পেলেন ৫০ রান খরচ করে। হার্দিক পাণ্ড্য ৩৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন। ৩৮ রানের বিনিময় ২ উইকেট রবীন্দ্র জাডেজার। অর্থাৎ, ভারতীয় বোলারেরা পাকিস্তানের উইকেটগুলি ভাগাভাগি করে নিলেন। শুধু ভাগ পেলেন না শার্দূল ঠাকুর!

পাসপোর্ট জালিয়াতি, সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেবী পক্ষের শুরুতে মহালয়ার দিন সকালেও রাজ্যে সিবিআই হানা। তবে এবার সামনে এল পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্র। পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পড়শি রাজ্য সিকিমেও তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় শুক্রবার সন্ধে থেকে শুরু হয় সিবিআই-এর এই তল্লাশি অভিযান। শিলিগুড়ি, গ্যাংটক-সহ মোট ৫০ জায়গায় একসঙ্গে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

গাজায় ঘরছাড়া চার লক্ষ প্যালেস্তিনীয়!

লাইভ সম্প্রচার চলাকালীন মৃত সাংবাদিক

তেল আভিভ, ১৪ অক্টোবর: ইজরায়েলি সেনার হামলার জেরে এখনও পর্যন্ত উত্তর এবং মধ্য গাজা থেকে চলে গিয়েছেন চার লক্ষেরও বেশি প্যালেস্তিনীয় নাগরিক। শনিবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তর ওসিএইচএ-র তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের অষ্টম দিনে মোট ৩,২০০ জন নিহত হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে ওসিএইচএ-র তরফে। নিহতদের মধ্যে ১,৯০০ জনেরও বেশি সাধারণ প্যালেস্তিনীয় নাগরিক। ১, ৩০০ কাছাকাছি ইজরায়েলের।

এদিকে, ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা রয়টার্স-এর এক সাংবাদিকের। জানা যাচ্ছে, ইজরায়েলের দিক থেকে একটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাতেই মৃত্যু হয়েছে ইসাম আব্দাল্লা নামে ওই সাংবাদিকের। ওই সংবাদংস্থার আরও দুই সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সংবাদসংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, লাইভ ভিডিও সম্প্রচার চলছিল সেই সময়, আর ক্যামেরার পিছনে ছিলেন ওই সাংবাদিক।

ইজরায়েলের একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে থাকা দক্ষিণ লেবাননের আলমা আল-সাহাব থেকে কাজ করছিলেন ওই সাংবাদিক। ছিলেন অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাও। সেখানেই আচমকা মিসাইল এসে পড়ে। এই ঘটনার দায় ইজরায়েলের ওপরেই চাপিয়েছেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাটি। ইজরায়েলের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

প্যালেস্তাইনের এক সাংবাদিক একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এক্স-এ। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, গাড়ির মাথায় বাক্স, বিছানা চাপিয়ে গাজা ছাড়ছেন, যাকে এত দিন তাঁরা নিজের ঘর বলে জানতেন। জানা গিয়েছে, গাজার উত্তরে এই ঘটনা হয়েছে। কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা, জানা যায়নি। শনিবার গাজার বিভিন্ন এলাকায় দেখা গিয়েছে ঘরছাড়া জনতার ঢল।

চারটি অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত এডিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে চারটি অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। অর্থনৈতিক করিডর নির্মানের অগ্রগতি নিয়ে শুক্রবার নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে আলোচনার সময় এডিবির প্রতিনিধিরা জানান, তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিকল্পনা মত প্রকল্পের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে দেবেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের একটা বড় অংশ তারা রাজ্য সরকারকে সহায়তা হিসেবে দিতে প্রস্তুত।

বৈঠকে নবান্নের তরফে জানানো হয়, রাজ্যের চারটির মধ্যে তিনটি শিল্প করিডরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ওই তিন শিল্প করিডর গড়ার জন্য পরিকল্পনার বিষয়টি অনেকটাই এগিয়েছে। এই কাজের জন্য পৃথক নীতিও প্রস্তুত করা হয়েছে এই তিনটি শিল্প করিডর হল, রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-কল্যাণী এবং ডানকুনি-খড়গপুর। এই করিডরগুলি তৈরি করে শিল্পপতিদের হাতে প্রয়োজনমাফিক জমি তুলে দেওয়ার বিষয়টিও অনেকটাই এগিয়েছে বলে শিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সরকার এই করিডরগুলির দু'ধারে শিল্প স্থাপন করারও পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য নবান্নের তরফে প্রায় আট হাজার একর জমি চিহ্নিত হয়েছ। এই করিডরকে সামনে রেখে রাজ্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই তিন করিডর সম্পূর্ণ হলে যে শিল্প গড়ে উঠবে, তাতে প্রায় দু'লক্ষ কর্মসংস্থান হতে পারে।

একইসঙ্গে এই করিডরগুলি রাজ্যের যোগাযোগ মাধ্যম কেউ আমূল পরিবর্তন করে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে পাশাপাশি সড়কপথে বাংলাদেশ সিকিম তথা পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জন্যও একটি আলাদা শিল্প করিডরের ভাবনা রয়েছে রাজ্যের। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পানাগর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত একটি করিডোর তৈরি করতে চায়।

যে শিল্প করিডর উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাকে সংযুক্ত করবে। এবং উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা নতুন ক্ষেত্র খুলে দেবে।

নবান্নের বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এডিবির প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ফিকি এবং দেশে প্রথম সারির তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ডেলয়েটের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন বণিকসভার সদস্যরা।

বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আনার এই শিল্প করিডর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আগেই জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। স্পেন সফরে গিয়ে বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এই শিল্প করিডর গুলি তৈরির কথা জানিয়েছিলেন।

তারপরেই শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকটি প্রথম সারির শিল্প সংস্থার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য নতুন ইনসেন্টিভ পলিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য নতুন ইনসেন্টিভ পলিসি বা আর্থিক উৎসাহ নীতি নিয়ে আসছে। নভেম্বর মাসে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ওই নীতি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত একটি উৎসাহ নীতিও নিয়ে আসা হচ্ছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশে ভর্তুকি নীতি চালু করা হয়েছে। শিল্প গড়লে ৪০ শতাংশ অর্থ বা সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা ভর্তুকি হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের সম্ভাবনা বিপুল। কিন্তু, তা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আর সে কারণেই সংশ্লিষ্ট নীতিতে কিছু বদল আনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি এই নীতি তৈরি করছে। রাজ্যের মৎস্য দপ্তর ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের সচিবও ওই কমিটিতে রয়েছেন। খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের বর্তমান নীতির কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন কমিটি সে সম্পর্কে সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দিয়েছে। রিফার ভ্যান ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গঠনের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়ার পদ্ধতিগত সরলীকরণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য জমি, পরিকাঠামো সংক্রান্ত ছাড় ইত্যাদি কমিটির সুপারিশে রয়েছে।

রাজ্যে স্টার্চ প্রক্রিয়াকরণ, কলা প্রক্রিয়াকরণ ও কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে প্রচুর কলা উৎপাদন হয়, কিন্তু, কোনও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র নেই। স্টার্চ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা বিদেশ থেকে কাজু বাদাম আমদানি করে তা প্রক্রিয়াকরণ করে দেশের বাজারে বিক্রি করে। এই ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া যেতে পারে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৯০০ নং এফিডেভিট বলে Amit Mukherjee ও Amit Mukhapadhyay S/o. Biren Mukherjee সাং লালবাগান, বেলতলা, চন্দননগর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ ই অক্টোবর, ২৫ শে আশ্বিন । রবি বার। দুর্গাপ্রতিপদ তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর ,অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন ,অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পপরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক ,শিল্পী,কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আনতে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব ।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা ,কাকা ,জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব।

(শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদ কল্পাদিরম্ভ। নবরাত্রি শুভারম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মহালয়ার সকালে সাঁকরাইলের ইমামির গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মহালয়ার দিন সকালেই হাওড়াতে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। হাওড়ার সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-এ ইমামি গোডাউনে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে আসে দমকল। আগুন নেভাতে ধাপে ধাপে আনা হয় দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন। আগুনের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলেই অনুমান করছেন দমকল কর্মী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে শনিবার ভোর ৬৩০ মিনিট নাগাদ এই আগুনের ঘটনাটি ঘটে। গোডাউনে কোনও শ্রমিক না থাকায় কেউ হতাহত হন নি বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও গোডাউনে বিপুল পরিমাণে ভোজ্য তেল মজুদ থাকার কারণে আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি ছিল। গোডাউনে থাকা ভোজ্য তেল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সঠিক পরিমাণ না জানা গেলেও কয়েক কোটি টাকার ভোজ্য তেল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

পাশের গোডাউনের কর্মচারী শঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, ' প্রথমে গোডাউনের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তখন আমরা বুঝতে পারিনি। তারপর ৭ টা নাগাদ আগুন পুরো গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। আমরাও আতঙ্কিত হয়ে কারখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। গোডাউনের ভিতর তেলের ব্যারেল বিস্ফোরণে তেল গড়িয়ে রাস্তায় জলের মতো বেরিয়ে আসে। এটা গোডাউন তাই শ্রমিক থাকতো না, বাইরে নিরাপত্তা রক্ষী দায়িত্বে থাকে।'

এদিকে, শনিবার বেলা বাড়লেও আগুন আয়ত্তে আনতে হিমশিম খেতে হয় দমকলকে। গোডাউনে মজুত বিপুল পরিমাণে ভোজ্য তেল থাকার কারণে আগুনকে নিয়ন্ত্রনে আনতে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। পরে আনা হয় আরও ৭টি ইঞ্জিন। দমকলের ১৮টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় বেশ কয়েক ঘণ্টায় ঘটনাস্থলে রাজ্য দমকলের ডি জি রণবীর কুমার, সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী, জেলাশাসক দিপপ প্রিয়া পি ও সাঁকরাইলে বিধায়ক ক্রিয়া পাল। ইমামির ওই গোডাউনের পাশে হ্যাভেলস-এর কারখানাতের দেওয়ালেও আগুন ধরে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও সেই কারখানার কোনও ক্ষতি হয়নি। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ দগমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে কুলিং প্রসেস অর্থাৎ ওই কারখানার সর্বত্র ঠান্ডা করার কাজ। যাতে কোথাও আগুনের পকেট না থাকে বা আগুন কোনওভাবেই আশপাশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

তানিস্কের পুজো কালেকশন - 'আইশানি' উন্মোচনে অভিনেত্রী ও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মিমি চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর একপাশে তানিস্ক (ইস্ট) এর আঞ্চলিক বিজনেস ম্যানেজার অলোক রঞ্জন, অন্য পাশে মিসেস রঞ্জনী কৃষ্ণস্বামী, জিএম - মার্কেটিং, তানিস্ক, টাইটান কোম্পানি লিমিটেড।

বাসমতী চালের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য বাড়ায় বিপাকে কৃষিজীবীরা

সমস্যার সমাধানে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বাসমতি চাল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য বাড়িয়েছে। পাশাপাশি নন বাসমতি সিদ্ধ চালের উপর ২০ শতাংশ রপ্তানি কর বাড়ানো হয়েছে এবং আতপ চাল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর ফলে প্রায় ৮০ শতাংশ চাল রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে চাল রপ্তানিকারক সংস্থাগুলি।

সমস্যার সমাধানে ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার ফেডারেশনের উদ্যোগে কলকাতায় চাল রপ্তানিকারক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক আলোচনা সভায় হয়ে গেল। এর উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই সুগন্ধী চাল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার ফেডারেশানের জাতীয় সভাপতি

ডঃ প্রেম গর্গ জানান, তিনি কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের কাছে বাসমতি চালের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য প্রতি কুইন্টাল ১২০০ মার্কিন ডলার থেকে কমিয়ে আনার আবেদন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন তা কমিয়ে ৮৫০ করা হবে। কিন্তু তা করা হয়নি। এর ফলে চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে তারা নানা সমস্যায় পড়ছেন। প্রেম গর্গ জানান, রপ্তানি কমে যাওয়ায় ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আই আর ই এফ এর রাজ্য সভাপতি রাহুল খৈতান, ডিজি সঞ্জীব আহুজা,রাজ্য সম্পাদক সুনীল আগরওয়াল প্রমুখ। সুনীল আগরওয়াল বলেন, 'বাসমতি চালের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন বিক্রি অনেকটা কমেছে, পরোক্ষভাবে রাইস মিল গুলিতে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষিরা।' সেদ্ধ চালের উপর কর বেড়ে যাওয়ায় রাজ্যের চাষিরাও ন্যূনতম বিক্রয় মূল্যে চাল বিক্রি করতে গিয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। নতুন শস্য উঠলে তাতেও এর প্রভাব পড়বে বলে তিনি মনে করেন।

চক্ষুদান-এর আয়োজন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে সর্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতি মহালয়ায় কলকাতার গার্ডেন রিচের সঙ্ঘ মিত্র বিদ্যালয় মাঠে দেবী দুর্গা এবং অন্যান্য প্রতিমার 'চক্ষু দান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন-এর সভাপতি প্রীতি মিশ্র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র, (এসই রেলওয়ে সার্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতির) প্যাট্রন ইন চিফ।

দুঃস্থ শিশু কন্যাদের সাটসার শারদ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরে কর্মরত কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাটসা, পশ্চিমবঙ্গ) এর কলকাতা জেলা শাখা, শারদোৎসবের প্রাক্কালে দুঃস্থ, অনাথ শিশু কন্যাদের মুখে হাসি ফোটালো। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বাঁশদ্রোণীতে। সাটসার তরফে ৭২ জন দুঃস্থ অনাথ শিশু কন্যাকে নতুন জামা কাপড় প্রদান তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাটসা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সহ সভাপতি গৌতম মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক সুমন সেন, যুগ্ম সম্পাদক (প্রতিষ্ঠান) সুরজিত রায়, কলকাতা জেলা শাখার সভাপতি ভবসিন্ধু নায়েক, জেলা সম্পাদক রাজেশ চ্যাটার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রসঙ্গত সংগঠনের তরফ থেকে বছরভর জেলায় জেলায় নানা ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচি যেমন রক্তদান শিবির, কৃষকবন্ধুদের নিয়ে কৃষি পাঠশালা, দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

হালিশহরে গঙ্গার ঘাটে জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহালয়ার দিন পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে মাতৃপক্ষ শুরু হয়। আর এই মহালয়ার দিন পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পন করার রীতি প্রচলিত আছে। শনিবার ভোর থেকেই হালিশহর বৈদ্যপাড়া ঘাটে তর্পন ঘিরে বহু মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এদিন বৈদ্যপাড়া গঙ্গার ঘাটে জনসংযোগ সারলেন সাংসদ অনুগামীরা। তর্পন করতে আসা মানুষজনের হাতে তারা চা-বিস্কুট তুলে দিলেন। সাংসদ অনুগামী হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত জানান, সাংসদ সর্বদা পরামর্শ দেন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। সাংসদের সেই নির্দেশ মেনেই তাঁরা সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিনও তর্পনে আসা মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছিলেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৫ অক্টোবর ২৭ আশ্বিন, ১৪৩০, রবিবার

পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের খোঁজে সিবিআই হানা রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেবীপক্ষের শুরুতে মহালয়ার দিন সকালেও রাজ্যে সিবিআই হানা। তবে এবার সামনে এল পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্র। পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পড়শি রাজ্য সিকিমেও তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় শুক্রবার সন্ধে থেকে শুরু হয় সিবিআই-এর এই তল্লাশি অভিযান। শিলিগুড়ি, গ্যাংটক-সহ মোট ৫০ জায়গায় একসঙ্গে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। তবে শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, দক্ষিণবঙ্গেও একইসঙ্গে চলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের তল্লাশি অভিযান। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ধৃতদের মধ্যে একজন মিডলম্যান হিসেবে কাজ করত এবং অন্যজন পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সিবিআই সূত্রে জানা যায়শিলিগুড়ির একটি হোটেলে টাকা লেনদেনের সময় পাসপোর্ট অফিসের এক সুপারিন্টেন্ডেন্টকে হাতে নাতে ধরেন সিবিআই আধিকারিকরা। নকশালবাড়ির পানিঘাটা মোড়ের কাছে বরুণ সিং রাঠোর নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালান গোয়েন্দারা। বাড়ি, বাড়ির পাশের জঞ্জালের স্তুপ এমনকী একটি গাছ থেকেও উদ্ধার হয় নথি। উদ্ধার হয় জাল স্ট্যাম্প।

সূত্রে এ খবরও মিলেছে, ভিন রাজ্যের এক মামলার উপর ভিত্তি করে এই অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ভুয়ো নথির উপর ভিত্তি করে পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগ সম্প্রতি ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সিবিআই। সেই সূত্র ধরেই গত সন্ধে থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের একাধিক জায়গায় হানা দেয় সিবিআই-এর পৃথক পৃথক টিম। এরপর য়ে দিজনেক গ্রেফচার করা হয় তাদের একজন এজেন্ট বা মিডলম্যান হিসেবে কাজ করত বলে জানা যাচ্ছে।

করাণ, অভিযোগ রয়েছে ভুয়ো নথির উপর ভিত্তি করে জাল পাসপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার একটি চক্র কাজ করছিল। সেই অভিযোগের তদন্তেই উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের বেশ কিছু জায়গায় শুক্রবার সন্ধে থেকে চলে এই অভিযান।

এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, মহালয়ার সকালে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতেও হানা দিয়েছে সিবিআই। উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের মহিষালি গ্রামের বাসিন্দা শেখ শাহানুর নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তাকারী সংস্থা। দীর্ঘক্ষণ সেখানে অভিযান চালানোর পর শেখ শাহানুরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান সিবিআই অফিসাররা।

কলকাতায় অভিনেত্রী বিদ্যা বালান, মহালয়ায় পুজো দিলেন কালীঘাটে

শ্রীভূমির পুজোয় দমকলমন্ত্রীর সঙ্গে অভিনেত্রী বিদ্যা বালান ও দেব।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ায় দেবীপক্ষের শুরুতে কলকাতায় এসে কালীঘাটে পুজো দিলেন বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। এমনিতে শনিবার অমাবস্যা, তাই সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তদের বেশ ভিড় ছিল। তার উপর অভিনেত্রীকে একঝলক দেখার জন্য ভিড় আরও উপচে পড়ে মন্দির চত্বরে। অনেকের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলতেও দেখা যায় তাঁকে। কলকাতায় অবশ্য শুক্রবার রাতেই এসে পৌঁছেছিলেন অভিনেত্রী। শনিবার সন্ধ্যায় মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমির পুজোতেও যান অভিনেত্রী।

এই শহরের সঙ্গে অভিনেত্রীর অন্যতম সংযোগ। তাঁর অভিনয়ের শুরু দিকেই ছিল বাংলা ছবি। তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সুপারহিট ছবি 'কাহানি'ও কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। বিদ্যা জানিয়েছেন, তিনি একটি ব্যক্তিগত কাজে কলকাতা এসেছেন। আর শহরে এলেই কালীঘাটে পুজো দিতে আসেন। যেহেতু কলকাতার সঙ্গে বিদ্যার আত্মার সম্পর্ক, তাই এই শহরের সংস্কৃতিকে তিনি আপন করে নিয়েছেন। বরাবরই বাঙালি সাজে যে কোনও অনুষ্ঠানে যান অভিনেত্রী। এদিন কালীঘাটেও তেমনই দেখা গেল। মাথায় বড় খোঁপা, আর গোলাপি শাড়ি পরে একেবারে বাঙালি সাজে বিদ্যা যেন বঙ্গনারী। উল্লেখ্য, এদিন অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতিও মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন।

শনিবার মহালয়ার দিন থেকেই কলকাতায় পুজোর আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় বড় বড় হোর্ডিং, বাঁশের বেড়াও লাগানো হয়ে গিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপেও শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। সবমিলিয়ে পুজোর প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। এরমধ্যেই দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নে এসে শহরবাসীকে শারদোৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন বিদ্যা। সঙ্গে জানালেন, আরও কটাদিন কলকাতায় আছেন। শ্রীভূমির পুজো মণ্ডপও তিনি নাকি চাক্ষুষ করতে উৎসাহী। তবে পুজোর আগেই ফিরতে হবে মুম্বই।

সবচেয়ে বড় পুজো অসহায় মানুষের সেবা করা: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সবচেয়ে বড় পুজো অসহায় মানুষের সেবা করা। মহালয়ার দিন শনিবার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মান্ধারী বাজার জনকল্যাণ সমিতির মাঠে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। ওই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সাংসদ অনুগামী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমা দাস। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সোমা দেবীর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'অসহায় মানুষদের দাঁড়িয়ে মহৎ কাজ করেছেন সোমা দি।' সাংসদের কথায়, বিরোধীরা বিরোধিতা করার জন্য প্রচার চালায়। কিন্তু ওদের কথায় কান না দিয়ে তাঁর অনুগামীদের সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

এদিন ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন কাঁচরাপাড়ার ও হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে মাখন সিনহা ও রাজা দত্ত, কাঁচড়াপাড়ার প্রাক্তন কাউন্সিলর সুজিত দাস ও সুভাষ চক্রবর্তী, তৃণমূল নেত্রী আলোরানি সরকার, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, রানা দাশগুপ্ত, মন্নু সাউ, অমিত চৌবে, সোহন প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সোমা দাস বলেন, বছরের সারাটা সময় তিনি নিজেকে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখেন। আর পুজোর সময় এলাকার অসহায় মানুষজনকে নতুন পোশাক উপহার দেন।

তর্পণ করতে এসে তলিয়ে গেলেন প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তর্পন করতে এসে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। শনিবার সকাল আটটা নাগাদ খড়দা থানার পানিহাটি গিরিবালা গঙ্গার ঘাটে ঘটনাটি ঘটে। নিখোঁজ ৬১ বছরের শেখর মন্ডলের বাড়ি মধ্যমগ্রামে। স্ত্রী মহুয়া মণ্ডলকে ঘাটে বসিয়ে তিনি তর্পন করতে গঙ্গায় নেমেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ব্যক্তি দু-তিনবার ডুব দেন। তারপর ওঁকে আর দেখাই যায়নি। জানা গিয়েছে, গঙ্গায় তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ ওই ব্যক্তি কাশীপুর রাইফেল কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। প্রথমে স্থানীয়রা গঙ্গায় নেমে নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চালান। তারপর খড়দা থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ডুবুরি নামিয়ে তাঁর খোঁজ চালানো হচ্ছে। নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী মহুয়া মণ্ডল বলেন, দু-তিনটে ডুব দেবার পর উনি আর ওঠেননি। মনে হচ্ছে পা পিছলে উনি গভীর জলে তলিয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বীণা দাসের কথায়, ঘাটের কাছেই একটা গর্ত আছে। গত ১৫ অগস্ট তাঁর মাসির ছেলে স্নান করতে নেমে ওই গর্তে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন ওখানেই ওঁর মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল। মনে হচ্ছে ওই ব্যক্তি ওই গর্তে পড়ে গিয়েছেন।

শতবর্ষে সুকুমার স্মরণ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুকুমার রায়কে স্মরণ করে তৈরি হয়েছে নবীন পল্লির দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। ছবি: অদিতি সাহা

ইন্টারভিউ না দিয়েই রাজ্য শিক্ষা অধিকার্তার দায়িত্বে অনিরুদ্ধে নিয়োগী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার দায়িত্ব পাচ্ছেন ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগী। যদিও সূত্রে রখবর, তিনি এই পদের জন্য ইন্টারভিউ দেননি। বরং এই পদের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন অন্য ১২ জন অধ্যাপক চিকিৎসকরা।

তাঁদের বদলে অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি পদে কর্মরত ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগীকে নিয়োগ করা হয়। শনিবার এই বার্তা দিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা পদ থেকে অবসর নেন ডা. দেবাশিস ভট্টাচার্য। তার পর শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্যদপ্তর। সেই অনুযায়ী দিন পনেরো আগে অন্তত ১২ জন ইন্টারভিউ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এনআরএস হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল ডা, পীতবরণ চক্রবর্তী, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অধ্যক্ষ ডা. ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. উৎপলকুমার দাঁ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. কৌস্তভ নায়েকের মতো একাধিক কৃতী ব্যক্তি। ফলে এরপরও ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগীকে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার দায়িত্ব দেওয়ায় শুরু হয় জল্পনা।

ইতিপূর্বে তিনি সহকারী স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা পদে কাজ করেছেন। তাহলে কি তাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপরই ভরসা রাখল স্বাস্থ্যভবন এমন প্রশ্নও ঘুরছে চিকিৎসক মহলে।

পুজোতে পাড়ার ক্লাবে অনুদান দিতে তৃণমূলকে পিছনে ফেলতে চাইছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিতে অনুদানের টক্কর শাসক এবং বিরোধী বিজেপি শিবিরের বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে এই প্রক্রিয়া। বছর বছর এই অনুদানের রাশিও বাড়ছে। এ বছর ক্লাব পিছু ৭০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে মমতার সরকার। এবার অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বঙ্গ বিজেপিও। পুজো করতে চেয়ে বিজেপির কাছে প্রায় এক হাজারের আশপাশে আবেদন জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪২৫টি আবেদনকে দলের তরফে বাছাই করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। এই ৪২৫টি পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য দেবে বিজেপি। সূত্রের খবর, এই সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে পরবর্তী সময়ে। সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, এক একটি পুজো কমিটিকে ৩০-৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বঙ্গ বিজেপির। কোনও কোনও পুজো কমিটিকে ১ লাখ টাকা বা তার বেশিও দেওয়া হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সামনেই চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বাঙালি ভাবাবেগে শান দিতে মরিয়া বিজেপিও। সেই কারণেই বাহালির সবথেকে প্রিয় উৎসবকেই পাখির চোখ করেছে তাঁরা। লোকসভা ভোটের মুখে এবার পুজোর অনুদানের মাধ্যমে জনসংযোগে আরও জোর দিতে তৎপর বঙ্গ বিজেপি শিবির। আর সেই কারণেই অনুদানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকছে না তারাও। কারণ, রাজ্য সরকারের তরফে গতবছর পুজোর অনুদান ছিল ক্লাব পিছু ৬০ হাজার টাকা। এবার তা আরও হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়। ফলে অনুদানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার টাকায়। ক্লাব ভিত্তিক হিসেবে কোথায় ৩০ হাজার টাকা, তো কোথাও আবার ৮০ হাজার টাকা করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে সূত্রের খবর।

বঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য এর সঙ্গে রাজনীতিকে মেশাতে চাইছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'দুর্গাপুজোর সঙ্গে কোনও রাজনীতি নেই। বিজেপি বা বিজেপি-বিরোধীএখানে আমরা পুজো নিয়ে কোনও রাজনীতি করিনি। কোনও পার্থক্যও চাই না।' সঙ্গে তিনি এও জানান, এমন অনেক পুজো কমিটি রয়েছে, যেগুলি তুলনায় কিছুটা দুর্বল। সেসব ক্ষেত্রে দলীয় কর্মীরা পুরো দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।

এদিকে বিজেপির এই পুজোর অনুদান প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা সুজিত বসুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে অনেকে কিছু করার জন্য করেন, আবার অনেকে দেখানোর জন্য করেন। এটা মানুষের উপর ছেড়ে দিন, মানুষ বুঝে নেবে।'

'তাহাদের কথা'য় বিস্মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ বিধাননগর এই ব্লকে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: একবছর আগেই সারা ভারত জুড়ে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে মহাসমারোহে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' পালিতও হয় দেশজুড়ে। এরই সঙ্গ হিসেবে ছিল নানা ধরনের অনুষ্ঠান। 'ঘর ঘর তিরঙ্গা'র থেকে শুরু করে আরও কতো কী! সবই ঠিক আছে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে যাঁরা ভারত মাতাকে ইংরেজদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁদের কথা ঠিক কতটা এই সব অনুষ্ঠান এবং কর্মকাণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে তা নিয়ে আমরা হয়তো কেউই মাথা ঘামাইনি বা তেমন নজরও করিনি। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পিছনে বিপ্লবীদের ঠিক কী ভূমিকা ছিল তা নিয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেই বোধহয় তৈরি হয়েছে এই অজ্ঞতা। আমাদের হয়তো কল্পনার বাইরে, যে কী ভাবে এই বিপ্লবীরা তাঁদের প্রাণকে বাজি রেখে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে গেছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। ইংরেজদের সঙ্গে এই যুদ্ধে কয়েকজন বিপ্লবী ছাড়া সবার কথা তো খুব স্পষ্টভাবে আমাদের জানাও নেই। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে উপযুক্ত কোনও তথ্যই নেই আমাদের হাতে। তবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের তরফ থেকে আদৌ যথাচিত আগ্রহ দেখানো হয়েছে কি না, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন কোথাও থেকেই যাচ্ছে। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সব থেকে তীব্র আওয়াজ উঠেছিল এই বঙ্গের মাটি থেকেই। সেই সময় বহু বাঙালি সন্তান এই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তবে তাঁরা আজ আমাদের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। একইসঙ্গে এটাও ঠিক, আমরা বাঙালি হয়েও বাংলার এই সব স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম জানি না। যদি এই ইস্যুতে বর্তমান প্রজন্মকে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে খুব স্বাভাবিক ভাবে যে উত্তরটা আসবে তা হল, সারা ভারতের মতো বাংলার এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কেও কোনও তথ্যই নেই তাঁদের হাতে। এ উত্তর তো নিজেদের খামতি ঢাকার উত্তর। তবে গৌরবের নয়। কিন্তু এই উত্তর কি যথার্থ, এই প্রশ্নটা এবার উঠেছে। তাঁদের সম্পর্কে জানার সেই ইচ্ছে কী আমরা দেখিয়েছি আমাদের তরফ থেকে! এই প্রশ্নকে ফোকাল পয়েন্টে রেখে যেন তৈরি হয়েছে বিধাননগরের এ ই ব্লকের দুর্গাপুজোর থিম। প্রসঙ্গত, ২০২৩-এর বিধাননগর এ ই ব্লক পার্ট ওয়ানের ৪০ তম বর্ষে থিম করা হয়েছে, 'তাহাদের কথা'। যেখানে

শিল্পী পার্থ ঘোষ এবং সিদ্ধার্থ ঘোষের কথায়, 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে অবগাহন করেছিল সারা ভারতবর্ষ। কিন্তু যে সব বীর সন্তান যাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা আর আত্মবলিদানের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা উদযাপন তাঁদের সবাইকে কী আমরা মনে রেখেছি! একদিকে ব্রিটিশদের অমানুষিক অত্যাচার, অন্য দিকে কারাগারের অন্তরীণ তাঁদের যৌবনের সোনালি দিন। উন্নত শিরে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে দিয়েছেন আত্মবলিদান, তাঁদের সেই বীরগাথার কটা কথা লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়!বাংলার যে সব হাজারো বিপ্লবীর নাম থেকে গেছে অন্তরালে। সেই লাখো মহা বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বিধাননগরের এ ই ব্লকের পক্ষ থেকে। থিম 'তাহাদের কথা'র মধ্য দিয়েই এই মহান আত্মাদের প্রতি স্মৃতি তর্পণ পুজোর উদ্যোক্তাদের। সঙ্গে লাখো বীর সন্তানদের আত্মত্যাগ আর বলিদানের গৌরব গাথা, সমগ্র বাঙালি জাতিকে আরও একবার দাঁড় করিয়ে দেবে অগ্নিযুগের ইতিহাসের মুখোমুখি।'

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে বিধাননগর এ ই ব্লক পার্ট ওয়ানের প্যান্ডেলও। সেখানে তুলে ধরা হয়েছে একটি কারাগার। সঙ্গে রয়েছে ফাঁসির মঞ্চ, কোর্ট রুম সহ আরও অনেক কিছুই, যার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হবে ইংরেজদের শাসনকালে এক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে প্রতিনিয়তই যে সব ঘটনার মুখোমুখি হতে হতো। পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করলে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন সেই সময়কার এইসব স্বাধীনাত সংগ্রামীকে যে সব সেলে রাখা হতো তারই একটা সংস্করণ । সঙ্গে থাকবে কনডেন্সড সেলও। এমন এক থিমকে আলাদা মাত্রা দেবে আলোকসজ্জা সে বলাই বাহুল্য। থিম শিল্পী সিদ্ধার্থ ঘোষ জানান, থিমকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে এক ড্রামাটিক আলোর পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ই প্রতিমার রূপদান করছেন শিল্পী কৃশানু পাল। প্রতিমার অবয়বও হচ্ছে একেবারেই ভারত মাতার মতো। সমগ্র থিমকে এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেবে গৌতম ব্রহ্মের চিন্তনে সৃষ্ট আবহ। সঙ্গে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ রক্তে জাগিয়ে তুলতে পারে এক আগুন। এই সব কিছুর সমাহারে থিম 'তাহাদের কথা' পুজোর চারটে দিনে যে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা করতে চলেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

চতুর্থী থেকে নবমী পর্যন্ত রাতেও মিলবে সরকারি বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ বার পুজোয় চতুর্থী থেকে নবমী পর্যন্ত রাতে সরকারি বাস চলবে। যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাস রাস্তায় নামতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ নিগম এবং কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। পুজোর দিনগুলিতে পরিবহণ নিগমের চালক, কন্ডাক্টর ছাড়াও ট্র্যাফিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সব আধিকারিক এবং কর্মীদের সব রকমের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। চতুর্থী থেকে ষষ্ঠীর মধ্যে পুজো বাজারের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে দিনের বেলায় বেশি সংখ্যক বাস চালানো হবে।

ওই সময়ে প্রতিদিন গড়ে ৪৫০টি বাস রাতে ছুটবে। গুরুত্বপূর্ণ ডিপোগুলিতে বাস মেরামতির জন্য কর্মীদের তৈরি রাখার পাশাপাশি অন্তত দু'জন করে বাসচালক এবং কন্ডাক্টর মজুত রাখা হবে। যাতে কোনও প্রয়োজনে তাঁরা বাস নিয়ে রওনা হতে পারেন।

উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতা, ই এম বাইপাস, নিউ টাউন, বারাসত সংলগ্ন বিভিন্ন রুট ছাড়াও এসপ্লানেড থেকে ডানলপের মধ্যে বিশেষ শাটল সার্ভিস চালানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে রাজ্য পরিবহণ নিগম। যাত্রীদের ভিড় এবং চাহিদা অনুযায়ী ওই পরিষেবা চালানো হবে। কোনও কারণে মেট্রোর পরিষেবা ব্যাহত হলে উত্তরের যাত্রীদের জন্য ওই শাটল সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

পুজোর দিনগুলিতে সকালের দিকে এসি বাসের পরিষেবা কিছুটা দেরিতে শুরু হতে পারে।

সম্পাদকীয়

স্বামীর পদবী মেয়েরা ব্যবহারে কি বাধ্য

বিবাহের পর ভারতীয় মেয়েদের স্বামীর পদবি গ্রহণ করাটাই চিরকাল ধ্রুব সত্য বলে জেনে এসেছি। সেই নিয়মের পরিবর্তনের প্রয়োজন যে আদৌ আছে, এখনও এই কথা অনেককে বোঝাতে রীতিমতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়! বিয়ের পরে শ্বশুরকুলের পদবি নামের শেষে না জুড়লে নাকি তাঁদের উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয় না। যাঁরা একটু স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে চান, তাঁরা নাকি সাহেবি কেতায় অভ্যস্ত। ও সব সাধারণ, মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে একেবারেই চলে না; এখনও এমন যুক্তি দেখাবেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ। ভারতীয় আইনে কোথাও লেখা নেই যে, বিয়ের পরে স্বামীর পদবি নেওয়া ভারতীয় মহিলাদের আইনত উচিত। কিন্তু এটাই আমাদের দেশে প্র্যাকটিস এবং বেশির ভাগ মহিলা সেটাই করে থাকেন। এখনও অনেক পরিবার বিশ্বাস করে, স্বামীর পরিচয়েই স্ত্রী'র পরিচয়। আর স্বামীর পরিচয় বহন করলে তবেই একে অন্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। এ ছাড়াও দু'জনের পদবি আলাদা হলে সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা দিতে পারে। যদিও এই সব তথ্যের কোনও গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। পরিচয় শুধু নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না, পরিচয় থাকে কাজে এবং ব্যক্তিত্বে। স্বামীর পদবি কখনও এক জন নারীর পরিচয় হয়ে উঠতে পারে না। বিয়ের আসরে গোত্র পরিবর্তন হওয়ার পরই ধরে নেওয়া হয় যে, মেয়েটি এ-বার তাঁর স্বামীর পদবিই ব্যবহার করবেন। এই প্রথা চালু করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল একটাই। যেন নববধূকে সবাই এই পরিবারের সদস্য হিসেবে চিনতে পারেন। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে সেই ভাবনায় অনেক বদল এসেছে। বরং বহু মেয়ে নিজেরাই বুঝিয়ে দেন, কেন এই পদবি পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়। বিবাহের পর পদবি পরিবর্তনের বেশ কতকগুলি সমস্যাও আছে। প্রথমত, আত্মপরিচয়ের সমস্যা! কাল অবধি ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিয়ের পর হতে হল মালাকার! একে তো নিজেকে পাল্টাতে হচ্ছে, ঘরবাড়ি পাল্টাতে হচ্ছে, তার উপর নামটাও আর নিজের রইল না! এমনকি, নিজের সইটাও পাল্টে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত সরকারি কাগজপত্রে নাম পাল্টানো একটা দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, পিপিএফ, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি যেখানে আপনি বিয়ের আগের নামে জ্বলজ্বল করছিলেন, সেখানে আবার নতুন করে নিজেকে চেনানোর প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বিশেষত যাঁরা চাকরিবাকরি করেন। এ ছাড়াও সমাজমাধ্যমে যদি নিজের আগের নামে প্রোফাইল খুলে থাকেন, তা হলে সেটিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। না হলে তো তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজের কাছ থেকে জ্বালাধরানো বাঁকা কথা শোনার জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে হবে। একটা প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে, কেন একটা ছেলে বিয়ের পর তাঁর স্ত্রী'র পদবি ব্যবহার করবেন না! এই বিতর্কের শেষ নেই, কারণ সামাজিক নিয়মে এখনও বিবাহের পর ছেলেদের পাকাপাকি ভাবে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয় না। মেয়েদেরই আসতে হয় ।শেষে বলি, বিয়ের পরে কেউ পদবি পাল্টাবেন কি পাল্টাবেন না, সেটা একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

শাশ্বত কথা

গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী

ভক্ত কিংবা জ্ঞানীর ভাব বাইরে থেকে বোঝা বড় কঠিন হয়ে থাকে। যেমন হাতির দু-রকমের দাঁত দেখা যায়-বাইরের দাঁত কেবল দেখাবার,তার দ্বারা খাওয়া চলে না, আর এক রকম দাঁত মুখের ভেতরে আছে, তার দ্বারা খেয়ে থাকে। তেমনি অনেক সময় সাধকেরা আপনার ভাব গোপন রেখে অন্য রকম দেখান। যোগী দুই প্রকার -গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী। গুপ্ত যোগী যাঁরা, তাঁরা গোপনে ভগবানের সাধন ভজন করে থাকেন, লোককে আদপেও জানতে দেন না। আর ব্যক্ত যোগী যাঁরা, তাঁরা বাহ্যিক যোগদণ্ড ইত্যাদি ধারণ করে লোকের সঙ্গে ঐ সব প্রসঙ্গই করে থাকেন।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

এপিজে আবদুল কালাম

১৯৩১ ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্মদিন।

১৯৪৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৪৯ বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণয় রায়ের জন্মদিন।

ব্রিটিশ সরকারের ঔদ্ধত্যকে পদদলিত করে ঢাকের আওয়াজে নবপত্রিকা'র গঙ্গা স্নান করালেন রাণী রাসমণি

প্রদীপ মারিক

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে রাণীর ঝামেলা বাঁধে। বাবু রোড অর্থাৎ বাবু রাজচন্দ্র দাস রোড দিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নবপত্রিকা স্নানের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল গঙ্গার ঘাটে। বাধা দেন এক গোরা সাহেব। খবর পেয়ে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীসহ আরও বেশি লোকজন পাঠিয়ে আগের থেকে বড় আকারের শোভাযাত্রা করে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। ব্রিটিশ পুলিশ এরজন্য পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করে। রাণী রাসমণি যথারীতি তা দিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গরাণ কাঠ দিয়ে পুরো একশো ফুট চওড়া বাবু রোড ঘিরে দিতে বলেন জামাতা মথুরামোহনকে। অতি দ্রুত মথুরামোহন গোটা রাস্তাটি গরাণ কাঠের খুঁটি পুঁতে তাতে কাঁটা তার লাগিয়ে দিলেন। জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত এই রাস্তাটি রাণীর স্বামী রাজচন্দ্র দাস নিজের জায়গায় নিজের টাকায় তৈরি করেছিলেন। সেজন্য এটি রাণী রাসমণির পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। এর ফলে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আটকে যায় ব্রিটিশের গাড়িও। হৈ-চৈ পড়ে যায় গোটা শহর জুড়ে। রাণীর নামে মামলা হয়। আদালতে রাণী জানান, রাস্তাটি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তাই বেড়া দেওয়ার অধিকার তার রয়েছে এবং কোম্পানির রাস্তার দরকার হলে উপযুক্ত দাম দিয়ে কিনে নিতে পারে। সে মামলায় ব্রিটিশ কোম্পানি হেরে গিয়ে আপোষ করে এবং জরিমানার টাকা ফেরৎ দেয়। রাণীর এই জয়ে লোকমুখে তৈরি হয়ে যায় তার নামে ছড়া, 'অষ্টঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি / রাস্তা বন্ধ কর্ত্তে পাল্লে না কোম্পানী।' রাণী রাসমণির কাছে মামলায় হেরে সরকার আইন তৈরি করতে বাধ্য হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোন নাগরিককে এভাবে বেকায়দায় পড়তে না হয়। সরকার তরফে জারি হয় আইন, এরপর কলকাতার রাস্তায় কোনো মিটিং মিছিল করতে হলে পুলিশের আগাম অনুমতি নিতে হবে এবং সে আইন এখনো বলবৎ রয়েছে। এই বীরাঙ্গনা তেজস্বী নারী একাই ব্রিটিশ শাসকদের ভিত নাড়িয়ে দেয়। এই ঘাটনা সেই সময় সকলেই হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করেছিল। এই বাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে আসতেন শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, রাজা রামমোহন রায় মত গুণী মানুষরা। রাণী রাসমণি তার বিবিধ জনহিতৈষী কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে সুবর্ণরেখা নদী থেকে পুরী পর্যন্ত একটি সড়ক পথ নির্মাণ করেন। কলকাতার অধিবাসীদের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতার বিখ্যাত বাবুঘাট, আহিরীটোলা ঘাট ও নিমতলা ঘাট নির্মাণ করেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যা বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ও হিন্দু কলেজ যা বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তিনি প্রভূত অর্থসাহায্য করেছিলেন। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় জেলেদের মাছ ধরার উপর জলকর আরোপ করে। নিরুপায় হয়ে জেলেরা রাণী রাসমণির কাছে গেলে রাণী রাসমণি ইংরেজ সরকারকে ১০ হাজার টাকা কর দিয়ে ঘুসুড়ি থেকে মোটিয়াবুরুজ এলাকার সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং লোহার শিকল টাঙিয়ে জাহাজ ও নৌকো চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে ইংরেজ সরকার আপত্তি করলে রাসমণি বলেন যে, জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্য জায়গায় চলে যাবে ফলে জেলেদের ক্ষতি হবে। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার রাণী রাসমণির ১০ হাজার টাকা ফেরত দেয় এবং জলকর তুলে নেয়। রানী রাসমণি সমাজ সংস্কারক হিসেবেও অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখনকার যুগে বয়সের অনেক বেশি পার্থক্য রেখে বিয়ে দেওয়া হতো। দেখা যেত ৮-৯ বছর বয়সী শিশুর সাথে মাঝবয়সী বিপত্নীক পুরুষ অথবা বৃদ্ধের বিয়ে দেওয়া হতো। ফলে অকাল বৈধব্য বরণ করতে হতো সেসব অভাগিনী মেয়েদের। রানী সিদ্ধান্ত নিলেন, এধরনের কুপ্রথা সমাজ থেকে দূর করবেন। সামাজিক প্রচার প্রচারণার পাশাপাশি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে রানী তার জ্যেষ্ঠ কন্যা পদ্মমণিকে তার চেয়ে ২ বছরের বড় এক কিশোরের সাথে বিয়ে দেন। এছাড়া রাজা রামমোহন রায়ের সাথে সতীদাহ প্রথা রদে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতার ধনীদের ঠাকুর দালানে যখন চলছে দুর্গোৎসবের নামে ব্রিটিশ সাহেব ভজনা, তখন সম্পূর্ণ উল্টোছবি রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে। সেখানে তখন আচার মেনে চলছে সত্যিকারের মাতৃ আরাধনা। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রীতরাম দাস এই জানবাজার বাড়িটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। খরচ হয়েছিল তখনকার দিনে ২৫ লক্ষ টাকা। সাত মহলা বাড়ির মধ্যেই একটি পুকুর, ৬ টি উঠোন, শ' তিনেক ঘর এবং তার সঙ্গে ঠাকুর ঘর, নাটমন্দির, দেওয়ানখানা, কাছারি ঘর, আস্তাবল, গোশালা, ফুলের বাগান। 'জান্' নামে এক ব্রিটিশ সাহেবের নাম থেকেই এলাকার নাম হয় 'জানবাজার।' প্রীতরাম ছিলেন রাণী রাসমণির শ্বশুরমশাই। তার ছোট ছেলে রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে হয়েছিল হালিশহরের হরেকৃষ্ণ দাস ও রামপ্রিয়া দেবীর মেয়ে রাসমণির। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান রাসমানির স্বামী রাজচন্দ্র। সেরিব্রাল স্ট্রোকে স্বামীর অকাল প্রয়াণের পর জমিদারীর হাল ধরেন রাণী রাসমণি। তার জমিদারীর কাজের শিলমোহরে লেখা থাকতো 'শ্রীরাসমণি দাশী।' ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাণী রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতরাম দাস তার জানবাজার জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন। পরে উত্তরাধিকার সূত্রে রাণী রাসমণির সময় তা উৎসবের আকার নেয়। লোকশিক্ষার জন্য রাণী রাসমণি তার পারিবারিক দুর্গাপুজোয় যাত্রাপালা অভিনয়ের সূচনা করেন। দেবী দুর্গার বোধন হয় প্রতিপদে। এরপর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী; এই তিন দিন লুচি-মিষ্টির ভোগ হয়। ভোগ রান্না হয় গঙ্গাজলে। প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত থাকে সম্পূর্ণ নিরামিষ ব্যবস্থা। বলি হয় চালকুমড়ো ও আখ। এরপর দশমীর দিন বাঙালি-অবাঙালি মিলে সবাই মেতে ওঠেন সিঁদুর খেলায়। শহর কলকাতার ধনী বাবুদের দুর্গাপুজোয় যখন সাহেব ভজনা চলছে, বাঈজি

রাণী রাসমণি তার বিবিধ জনহিতৈষী কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে সুবর্ণরেখা নদী থেকে পুরী পর্যন্ত একটি সড়ক পথ নির্মাণ করেন। কলকাতার অধিবাসীদের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতার বিখ্যাত বাবুঘাট, আহিরীটোলা ঘাট ও নিমতলা ঘাট নির্মাণ করেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যা বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ও হিন্দু কলেজ যা বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তিনি প্রভূত অর্থসাহায্য করেছিলেন। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় জেলেদের মাছ ধরার উপর জলকর আরোপ করে। নিরুপায় হয়ে জেলেরা রাণী রাসমণির কাছে গেলে রাণী রাসমণি ইংরেজ সরকারকে ১০ হাজার টাকা কর দিয়ে ঘুসুড়ি থেকে মোটিয়াবুরুজ এলাকার সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং লোহার শিকল টাঙিয়ে জাহাজ ও নৌকো চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে ইংরেজ সরকার আপত্তি করলে রাসমণি বলেন যে, জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্য জায়গায় চলে যাবে ফলে জেলেদের ক্ষতি হবে। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার রাণী রাসমণির ১০ হাজার টাকা ফেরত দেয় এবং জলকর তুলে নেয়। রানী রাসমণি সমাজ সংস্কারক হিসেবেও অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখনকার যুগে বয়সের অনেক বেশি পার্থক্য রেখে বিয়ে দেওয়া হতো। দেখা যেত ৮-৯ বছর বয়সী শিশুর সাথে মাঝবয়সী বিপত্নীক পুরুষ অথবা বৃদ্ধের বিয়ে দেওয়া হতো। ফলে অকাল বৈধব্য বরণ করতে হতো সেসব অভাগিনী মেয়েদের। রানী সিদ্ধান্ত নিলেন, এধরনের কুপ্রথা সমাজ থেকে দূর করবেন। সামাজিক প্রচার প্রচারণার পাশাপাশি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে রানী তার জ্যেষ্ঠ কন্যা পদ্মমণিকে তার চেয়ে ২ বছরের বড় এক কিশোরের সাথে বিয়ে দেন।

নাচছে, রঙিন পানীয়ের ফোয়ারা ছুটছে, তখন রাণী রাসমণির দুর্গাদালানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শাস্ত্র মেনে দুর্গাপুজো। রানী রাসমণির পুত্রসন্তান ছিল না। তার চারটি মেয়ে ছিল , পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। বড় মেয়ে পদ্মমণির বিয়ে হয় রামচন্দ্র দাসের সাথে আর কুমারীর স্বামী হলেন প্যারিমোহন চৌধুরী। সেজো মেয়ে করুণাময়ী বিয়ের দুই বছর পরই মারা যান। তার স্বামী মথুরমোহন বিশ্বাস জগদম্বাকে বিবাহ করেন। তাদের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস। এই বাড়ির পুজোয় মহিলাদের পরিশ্রম করার রেওয়াজ নেই এখনও পুজোর কোনও জোগাড়ে হাত লাগান না বাড়ির মহিলা সদস্যরা সমস্ত কিছুর ভার দাস-দাসীদের। তারা পুজোর সময় ঠাকুর দালানে আসেন, বসে পুজো দেখেন, আত্মীয় কুটুম্ব থেকে আগত সকল মানুষের দেখা শোনা করেন। এ বাড়িতে মেয়েদের খাওয়া শেষ হলে তবে খেতে বসেন পুরুষরা। আজও এই ধারাই বজায় আছে। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় পুজো বোধন ঘরেই রয়েছে হোমকুণ্ড ঠাকুর দালানের থেকে তিন সিঁড়ি নীচে এই বোধন ঘর রাণী রাসমানির পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল, এই পুজোয় রোজই হয় কুমারী পুজো আরও একটা বিষয় হল, কুমোররা নয় পুজোয় ঠাকুর গড়েন চিত্রকররা তবে মায়ের মুখের কোনও নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই বংশপরম্পরায় চিত্রকররাই হাতের আদলে জীবন্ত করে তোলেন মায়ের মুখ দেবীর গাত্র বর্ণ হয় শিউলি ফুলের বোঁটার মতো আটচালায় আঁকা থাকে নানা পৌরাণিক কাহিনীর ছবি এই পুজোতেই শাড়ি পরে, সখী বেশে মায়ের পুজো করতে এসেছিলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব পাছে লোকের তাকে চিনে ফেলে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেয়, সে কারণেই ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল পরমহংসদেবকে যখন গাড়ি থেকে নেমে

মথুরবাবুর স্ত্রী-র পাশে দাঁড়িয়ে মা'কে চামর দুলিয়ে তিনি হাওয়া করছেন, তখনও তাকে দেখে কেউ চিনতেই পারেননি এমনকী মথুরবাবুও নাকি পরে স্ত্রী জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'উনি কে গো ? ঠিক চিনতে পারলুম না।' জগদম্বা তখন তাকে বললেন, 'ও যে আমাদের ছোট ঠাকুর।' ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রাণী রাসমণিকে পিসিমা বলে সম্বোধন করতেন। বিদ্যাসাগর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর বিধবা বিবাহে সত্যিই কারা ইচ্ছুক সেটা নিয়ে তার মনেই দ্বন্দ্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাণী রাসমণিকে কথাটা বললে পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দুর্গাপুজোয় নিমন্ত্রণ করে বিদ্যাসাগরের কাজকে সমর্থন করলেন। শুধু নিমন্ত্রণ নয় পাত্ররা কতটা মানবিক এবং উদার তার পরীক্ষা নেওয়ার একটা ফন্দিও তিনি করলেন। নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রিত পাত্রদের, আগের সারির আমন্ত্রিতদের এঁটো পাতে খেতে বললেন। পাত্ররা হাসিমুখে রাণীর আদেশ পালন করলেন। রাসমানির এই কৌশলী পরীক্ষায় ছাত্রীরা পাশ করে। এই ভাবে রাসমণির বাড়ির দুর্গাপুজো থেকেই প্রথম বিধবা বিবাহের প্রচার শুরু হয়। জনবাজার দুর্গা দালান অসংখ্য স্মৃতি আঁকড়ে রয়েছে। রাণী রাসমণি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নারী-ক্ষমতায়নের প্রতীক। ব্রিটিশ শাসকদের পদদলিত করে যে দাম্ভিকতা তিনি দেখিয়েছেন তার জন্য সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ এখনো তাকে লোকমাতা বলেই সাম্মোধন করেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাজনৈতিক হিংসায় মৃত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তর্পণ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

লোকসভা নির্বাচনের আগে নাটক, কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগে মহালয়ার তর্পণকে ঘিরেও শুরু হল রাজনৈতিক আকচা আকচি। আজ বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদীর সতীঘাটে তর্পণ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের দাবি, নিজের পিতৃপুরুষের পাশাপাশি ২০১৮ সাল থেকে রাজনৈতিক হিংসায় বলি এ রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের মৃতদের প্রতি তিনি তর্পণ নিবেদন করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এই তর্পণ নিবেদনকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, পিতৃপক্ষের শেষ। শুরু হচ্ছে দেবীপক্ষের। আর সেই পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণে মহালয়ার তর্পণেও এবার জড়াল রাজনীতি। আজ সকালে দলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গন্ধেশ্বরী নদীর সতীঘাটে হাজির হন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। রীতিমতো নদীর জলে স্নান করে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তিনি তর্পণ নিবেদন করেন। পরে মন্ত্রীর দাবি, ২০১৮ সাল থেকে এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৩৭ জন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে বিজেপি কর্মীর সংখ্যাই বেশি। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীও খুন হয়েছেন। খুন হওয়া সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদের প্রতি এদিন তিনি তর্পণ নিবেদন করেছেন।

এর পাশাপাশি সুভাষ সরকারের দাবি, এ রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ কায়েম হয়েছে। এদিনের তর্পণের মাধ্যমে রাজ্যে শান্তি স্থাপনের কামনাও তিনি জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, এই অশান্তির ঘটনা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই রাজ্যে শান্তি স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। সুভাষ সরকারের এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের কটাক্ষ, নির্বাচন এগিয়ে আসাতেই এখন এইসব নাটক করছেন সুভাষ সরকার। রাজ্যে যথেষ্ট শান্তির পরিবেশ বজায় রয়েছে।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন শিশুর পরিবার নিয়ে প্রতিবাদ সভা তৃণমূলের

মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন শিশুর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বোড়ামারা গ্রামে প্রতিবাদ সভা করল তৃণমূল। তিন শিশু মৃত্যুর ঘটনার দায় কেন্দ্রের কাঁধে তুলে এই সভা থেকে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতা নেত্রীরা। পালটা তিন শিশু মৃত্যুর ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারকে বিঁধে বিজেপির কটাক্ষ, তৃণমূল মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার বোড়ামারা গ্রামে বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় গ্রামের ৩, ৪ ও ৫ বছর বয়সি তিন শিশুর। শিশুদের শেষকৃত্য মিটতে না মিটতেই পরের দিন মৃত তিন শিশুর বাবাদের নিয়ে দিল্লি রওনা দেয় তৃণমূল। দিল্লিতে তৃণমূলের বকেয়া আদায়ের আন্দোলনে ওই তিন শিশুর বাবাদের হাজির করানো হয়। শিশুদের মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতেই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৃণমূল জোর করে দিল্লি নিয়ে গিয়েছে এই দাবি করে সমালোচনায় সরব হয় বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দল।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার বোড়ামারা গ্রামেই আবাস সহ অন্যান্য প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে তৃণমূল। সেই প্রতিবাদ সভায় ফের হাজির করা হয় মৃত তিন শিশুর পরিবারকে। মৃত তিন শিশুর পরিবারকে মঞ্চে বসিয়ে রেখে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা ঘটনার জন্য কেন্দ্রের ঘাড়ে দায় ঠেলেন। বিজেপির পালটা দাবি এই ঘটনাগুলির জন্য প্রকৃত অর্থে রাজ্য দায়ী। এখন একটা দুর্ঘটনার পর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে নেমেছে তৃণমূল।

মঙ্গলকোটের পূজা কমিটির সদস্যদের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলকোটের ১৬৮টি পূজা কমিটির সদস্যদের হাতে শনিবার রাজ্য সরকারের দেওয়া চেক তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এদিন ১৬৮টি দুর্গাপুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্যের জন্য তাদের হাতে চেক তুলে দেয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, মঙ্গলকোটের বিডিও জগদীশচন্দ্র বারুই, মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখার্জি সহ মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ।

বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটিদের আহ্বান জানান যে, তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে এই সর্বজনীন দুর্গোৎসব পালন করেন এবং প্রশাসনের যে সমস্ত গাইডলাইন রয়েছে, তা মেনে পুজো করার আবেদন জানানো হয়। অনুদানের চেক পেয়ে খুশি পুজোর উদ্যোক্তারা। তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে জানান, তাঁর দেওয়া আর্থিক অনুদানের ফলে তাঁরা আরও ভালোভাবে পুজোর আয়োজন করতে পারবেন এবং এলাকার মানুষকে পুজোর কয়েকটা দিন আনন্দ দিতে পারবেন।

শবরদের দুর্গা পূজিত হন তাঁদের হাতেই

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

কেউ বলেন বনদেবী। কারও কাছে বনদুর্গা। এখানে পুজো হয় পাথরে। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত নন। শবরদের দুর্গা পুজো পান শবরদের হাতেই। প্রায় সাড়ে চারশো বছরের প্রথা মেনে আজও পুজো হচ্ছে ঝাড়গ্রামের গুপ্তমণি মন্দিরে।

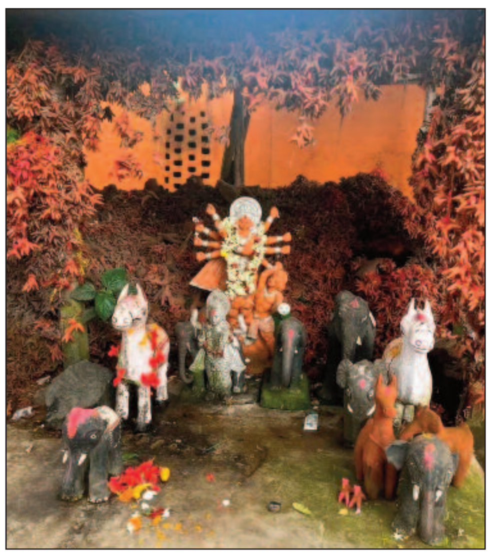

আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে ঝাড়গ্রামের রাজা রূপনারায়ণ মল্লদেবের রাজত্ব এই সমস্ত এলাকায় বিস্তার করেছিল। তৎকালীন রাজা নিজের রাজ্যকে রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ কিছু গুপ্ত রাস্তা বানিয়ে ছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সুখনি বাসের গুপ্ত রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে একদিন রাজার প্রিয় হাতি চলে যায় এবং সুখনিবাসাতে গিয়ে পৌঁছয়। রাজা খবর পেয়ে তৎক্ষণা সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রিয় হাতিকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখেন, সেখানে ঘোর অরণ্যের মাঝে লতাপাতা দিয়ে বাঁধা আছে।

রাজা হাতিকে আনার জন্য শত চেষ্টা চালালেও সফল হতে পারেননি। যে হাতি রাজার কথা শুনত, সে চিনছে না, রাজা শেষমেষ রাজপ্রাসাদ ফিরে আসেন সেই রাতে রাজা রূপনারায়ণ মল্লদেব স্বপ্নাদেশ পান। এক দেবী তাঁকে বলেন, 'তোমার যে গুপ্ত রাস্তা রয়েছে তার পাশেই আমি রয়েছি। এখানে একজন আমাকে দীর্ঘদিন ধরে সেবা করে আসছেন। সুখনি বাসার বাসিন্দা শবর পরিবারের নন্দ ভক্তা তাঁর নাম, তার সঙ্গে তুমি গিয়ে যোগাযোগ কর তোমার হাতি তুমি ফিরে পাবে।

সেই কথামতো তারপরের দিনই রাজা সুখনিবাসা গিয়ে পৌঁছন এবং নন্দ ভক্তাকে সব কথা খুলে বলেন রাজা, নন্দ ভক্তা জঙ্গলে এসে তুলসি, বেলপাতা, জল দিয়ে মায়ের পুজো করেন এবং রাজ রূপনারায়ণ মাল্লদেবকে বলেন রাজা বাহাদুর এখন আপনার হাতিকে আপনি ডাকুন আপনার কথা শুনবে। তারপর রাজা তাঁর প্রিয় হাতিকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তখন থেকে এখানে মায়ের পুজো শুরু হয়েছিল, মা যেহেতু এখানে গুপ্ত জায়গায় রয়েছিলেন তাই মায়ের নাম গুপ্তমণি হিসেবে পরিচিত হল সমস্ত অঞ্চলে।

এখানে কোনও পুরোহিত দিয়ে পুজো হয় না গীতা পাঠ, চণ্ডীপাঠ, যজ্ঞ কিছুই হয় না। তৎকালীন শবর পরিবারের নন্দ ভক্তা যেভাবে পুজো করতেন ঠিক একই রকমভাবে এখনও শবররা পুজো করে আসছেন। দুর্গাপুজোর সময় এখানে ঘট বসিয়ে পূজা হয় এবং যে মূর্তি এখানে আবির্ভাব হয়েছিল, সেই মূর্তিকে পুজো করেন শবররা। কথিত আছে, এই মন্দির আজও সন্ধ্যায় নিমজ্জিত হয় অন্ধকারে, মন্দিরের ভিতরে কোনও দিন আলো জ্বালানো হয় না। এখানে বলি প্রথা রয়েছে, প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবার বলি হয়। কারও কোনও কিছু হারিয়ে গেলে হাতি, ঘোড়ার মাটির মূর্তিতে সুতো বেঁধে দিয়ে এখানে মানসিক করলে তা পরে ফিরে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত অঞ্চলে কেউ গাড়ি কিনলে মা গুপ্তমণির কাছে প্রথম পুজো দেন, এই মন্দিরের ইতিহাস শুনলে অনেকেই এই মন্দিরের দুর্গাপুজো দেখতে আসার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন। কলকাতা মুম্বইগামী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই অবস্থিত মা গুপ্তমণি মন্দির। ঝাড়গ্রাম থেকে মাত্র ২৭ কিলোমিটার দূরত্ব এবং খড়গপুর স্টেশন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে এই মন্দির।

প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নাবালিকাকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার আঝাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শালমূলা গ্রামে। মৃতার নাম বর্ণালি দাস। সে একাদশ শ্রেণির পড়ত। খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

নাবালিকার বাবার অভিযোগ, বিট্টু নামের এক যুবকের প্রেমের প্রস্তাব তাঁর মেয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেজন্য তাঁর মেয়েকে নানান রকম হুমকি দিত বিট্টু। প্রেমের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বদলা নিতেই শ্বাসরোধ করে বর্ণালিকে হত্যা করেছে বিট্টু। তাঁর দাবি, মহালয়ার আগের দিন রাতে বাড়ির অদূর থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসার পরেই একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া বর্ণালির খোঁজ শুরু করেন বাবা গোপাল দাস। তখনই তিনি বাড়ির কাছের একটি পুকুর পাড়ে মেয়ের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। নাবালিকার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এলাকা থেকে অরিত্র মণ্ডল ওরফে বিট্টু নামের এক যুবককে আটক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**মেসার্স মা আনন্দময়ী পারফিউমারস স্বত্বা. মধুসূদন হাজরা চৌধুরী** পিতা প্রয়াত বিশ্বেশ্বর হাজরা চৌধুরী বি. বি. ঘোষ রোড, জেলখানা মোড়, পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০১ **হটুদেওয়ান ব্রাঞ্চ**	ক) ০৫.০৭.২০২৩ খ) ০৯.১০.২০২৩ গ) ৬২,৫৯,৮৩৬.০০ টাকা (বাষট্টি লাখ উনষাট হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী মধুসূদন হাজরা চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত বিশ্বেশ্বর হাজরা চৌধুরী-নামে। আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭৯ এবং ৭৯/১৫১ এলআর খতিয়ান নং অধীন, শ্রেণি - বাস্তু, জেলা - বর্ধমান, মৌজা - রাধানগর, জেএল নং ৩৯ বর্ধমান পুরসভা অধীন, শ্রেণি - বাস্তু, এরিয়া - ২৫২৫ বর্গফুট ঠিকানায় অবস্থিত জমি এবং ভবন সহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে - ৪ ফুট এবং ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে - এম সাহা এবং রঞ্জিত সাহার একতলা ভবন, পশ্চিমে - লক্ষ্মী কান্ত নন্দীর দ্বিতল ভবন সমন্বিত।
২.	**মেসার্স হরিলক্ষ্মী অয়েল স্বত্বা. শ্রী রাজ কুমার শাউ** পিতা হরিশ চন্দ্র শাউ বাদশাহি রোড, শর্মাপাড়া, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১ **হটুদেওয়ান ব্রাঞ্চ**	ক) ০৩.০৭.২০২৩ খ) ০৯.১০.২০২৩ গ) ৫২,৯৮,৪০৫.১০ টাকা (বাহান্ন লাখ আটানব্বই হাজার চারশো পাঁচ টাকা এবং দশ পয়সা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রীমতি সোনি দেবীর নামে** আরএস প্লট নং ১১৪৯, এলআর প্লট নং ৩০৮৪, আরএস খতিয়ান নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৬২, জেএল নং ৭৫, জমির পরিমাণ ১৩৭৮.২০ বর্গফুট খুদিরামপল্লী, পো. শ্রীপল্লী, পিন - ৭১৩ ১০৩ ঠিকানায়। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে - ৮ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে - অসিত রায়'এর জমি সম্পত্তি, পূর্বে - স্বপন কুমার হেমব্রম-এর বাড়ি, পশ্চিমে - দেবাশিস দত্ত'র বাড়ি সমন্বিত।
৩.	**শ্রী গৌতম ঘোষ** পিতা শ্রী শক্তি পদ ঘোষ, ওয়ার্ড নং ১৪, ক্যানাল পাড়, ঝাপানতলা, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১৪৬ **মেমারি ব্রাঞ্চ**	ক) ০৪.০৭.২০২৩ খ) ১৩.১০.২০২৩ গ) ৪,৫৯,২৩৭.০০ টাকা (চার লাখ উনষাট হাজার দুশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী গৌতম ঘোষ, পিতা শ্রী শক্তি পদ ঘোষ-এর নামে** আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৫৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৭০, মৌজা - দক্ষিণ রাধাকান্তপুর, জেএল নং ১৩০, মেমারি, পিন - ৭১৩ ১৪৬ ঠিকানায় অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে - বিষ্ণু কর্মকার-এর জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে - রাজুর জমি সম্পত্তি, পূর্বে - সাধারণের চলার পথ, যা পুরসভা সড়কের সহিত সংযুক্ত, পশ্চিমে - পুকুর সমন্বিত।

তারিখ - ১৫.১০.২০২৩
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

NETAJI TEACHERS' TRAINING INSTITUTE
B.Ed & D.El.Ed (Composite Unit)
Recognised by N.C.T.E. & Affiliated to BSAEU & WBBPE
[Recognisation No.ERCAPP1788(for D.El.Ed) & ERCAPP3216(for B.Ed)]
Vill-Kamla, P.O.-Baliara, P.S-Onda, Dist-Bankura

Require, Assistant Professor of following subject- Physical Education for B.Ed Course. Qualification as per NCTE Norms. Send your full Resume with all testimonial documents on the Mail ID- (ntti_bankura2014@rediffmail.com) within 2(two) days of the advertisement.
For any information Please Contact- 9932890259

কর আদায়কারী নিযুক্তিকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তার নির্ধারিত কর, অভিকর ও ফি আদায় করার জন্য অত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোন ব্যাক্তিকে কমিশনের ভিত্তিতে কর আদায়কারী হিসেবে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ন্যূনতম আবশ্যিক শর্তাবলী:-
১) আবেদনকারীর বয়স ০১/০১/২০২৩ তারিখে কমপক্ষে ২৫ বৎসর হতে হবে।
২) আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।
৩) আবেদনকারীকে অবশ্যই অত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৪) ফোন নং অবশ্যই দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ দিনপঞ্জীঃ-
১) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ – ১২/১০/২০২৩
২) আবেদন পত্র গ্রহন – ০১/১১/২০২৩ হইতে ০৮/১১/২০২৩
৩) প্রথম ৫(পাঁচ) জন স্থানাধীকারীর নথিপত্র পর্যবেক্ষন – ২৯/১১/২০২৩
৪) ফলাফল প্রকাশ – ৩০/১১/২০২৩

*** আবেদন ও বাছাই পদ্ধতি বিষয়ে অধিক জানতে যোগাযোগ করুন: **৯৫৯৩০১৮০৫৩**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक / Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চ
৫৯বি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ই-মেল : c0625@psb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৮.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী রমেশ সর্দার,** পিতা ভরত সর্দার-কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,৫৪,৯৪৪.৩৭ টাকা** (সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৭,৫৪,৯৪৪.৩৭ টাকা** (সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : জমি এবং ভবন অবস্থিত ভবন পরিমাণ ৬৪৮ বর্গফুট বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ১৩ ছটাক অবস্থিত মৌজা -জয়পুরবিল, জেএল নং ১৩, আরএস দাগ নং ৯১০, এলআর দাগ নং ৮৪১, আরএস খতিয়ান নং ৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৭০২, নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বালি, জেলা- হাওড়া, **চৌহদ্দি :** উত্তরে ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ৯১১ জমি, পূর্বে : অন্য মালিকের জমি, পশ্চিমে : দীনেশ সর্দার এর সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ১২.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

SBI
রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১,
ফোন - ৯১ ৩৩ ২৬৩৭ ৩০০৫/৩০০৬/৪১৩৪, ই-মেল - sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া আরএসিপিসি ব্রাঞ্চ,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **হাওড়া আরএসিপিসি** শাখার নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা** পিতা প্রয়াত নগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা সাকিন ৭ নিতাই চরণ দত্ত লেন, হাওড়া - ৭১১১০১ এবং আরও ফ্ল্যাট নং ১০২, ২য় তল, মৌজা - শিবপুর, হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ তারা চাঁদ পল্লী লেন, শিবপুর, ওয়ার্ড নং ২৫ হাওড়া পুরসভা অধীন, পো. ব্যাঁটরা, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০১ **খ) লোন এ/সি নং ৬২২৪৬৩৬৩৮৬০ (এইচবিএল) এবং ৬২২৪৬৩৬৪১৪৯ (সুরক্ষা) ৩৭৫২০৭৪৫৫২৯ (এইচবিএল টপ আপ)**	**সংশ্লিষ্ট জমি এবং ভবনের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৩ কাঠা ১০ ছটাক ৬ বর্গফুট কমবেশি জি-৩ তলা ভবন অবস্থিত হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পল্লে লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫ জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধীন, চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : নিকাশি এবং পরবর্তীতে নিমাই হাজরার সম্পত্তি, দক্ষিণে : পঞ্চানন দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : সুধীর দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : বাসুদেব পাঁজার সম্পত্তি সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট দুই বেড রুম, এক লিভিং, এক ডাইনিং তথা কিচেন এরিয়া, এক পৃথক প্রিভি এবং বাথ রুম ইত্যাদি সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ১০২ পরিমাণ ৬৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি :** উত্তরে অন্যান্যের ফ্ল্যাট, সাধারণ চলার পথ, এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে :রাজেশ রায়ের ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা উল্লেখ্য দলিল নং ০৮০২৫-২০১২, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ৩৮১৪ থেকে ৩৮৪৪,** জেলা সাব রেজিস্ট্রার -হাওড়া অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	**ক) ১২.১০.২০২৩ খ) ১৪.০৭.২০২৩ গ) ২১,২৩,০৫৭.০০ টাকা (একুশ লাখ তেইশ হাজার সাতান্ন টাকা)** টাকা **১৪.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
২.	**ক) শ্রী অরবিন্দ গুপ্তা** সাকিন ১৯৪ রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৭ এবং আরও ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ব্লক এ, পূর্ব সাঁপুইপাড়া, পো. সাঁপুইপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৭ **খ) লোন এ/সি নং ৩৭১৪৮৯৩৪১৫৫ (এইচবিএল) এবং ৩৭১৪৮৯৩৯১৬৪ (সুরক্ষা)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ ৯ কাঠা ৬ ছটাক কমবেশি অবস্থিত জি-৪ তলা ভবন এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত আরএস দাগ নং ৬২২৩। এসআকজাদ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা- বালি, থানা - নিশ্চিন্দা(বালি), জেলা-হাওড়া সাব রেজিস্ট্রার -হাওড়া। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : দাগ নং ৬২২৩ অংশ, দক্ষিণে : সড়ক এবং সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মন্দির এবং সাধারণ চলার পথ এবং পরবর্তীতে দিলীপ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : মহেশ সানি এবং অন্যান্যর ভবন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট লিফট সুবিধা সহ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, পরিমাণ কমবেশি ৭৯০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আর এরিয়া সহ, তিন বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন এবং এক বাথ এবং টয়লেট চতুর্থ তলে ব্লক এ, জি-৪ তলা ভবনে আরএস দাগ নং ৬২২৩। এলআর দাগ নং এবং আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা- বালি, থানা-নিশ্চিন্দা(বালি), জেলা-হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। **সম্পত্তিরি চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে:খোলা জায়গা, পূর্বে : চাতাল এবং সিঁড়ি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী অরবিন্দ গুপ্তা উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৬০৩৪-২০১৭ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৮১২১১ থেকে ১৮১২৪৩, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, এডিএসআর এর অফিস, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	**ক) ১৩.১০.২০২৩ খ) ০৫.০৬.২০২৩ গ) ১৪,৩৬,৬৭০.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো সত্তর টাকা)** টাকা **০৫.০৬.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
৩.	**ক) শ্রী বিকাশ জৈন** পিতা প্রয়াত বিজয় চাঁদ জৈন **এবং শ্রীমতি দীপালি জৈন** স্বামী বিকাশ জৈন সাকিন ৩৪/১, নন্দলাল মিত্র লেন, থানা - গোলাবাড়ি, হাওড়া - ৭১১১০৬ এবং আরও ফ্ল্যাট নং এ, ব্লক নং ২, ১ম তল, ২৬৩, জি.টি. রোড (দ), পো. এবং থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ এবং **মেসার্স জে. আই. ফ্যাশন-এর অংশীদার,** ফ্ল্যাট নং এ, ব্লক নং ২, ১ম তল, ২৬৩, জি.টি. রোড (দ), পো. এবং থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ **খ) লোন এ/সি নং ৬২২৬৮২৬২৫৩০ (এইচবিএল) এবং ৬২২৬৮২৬২৭২২ (সুরক্ষা) ৬২৫০৬৮৩৩৯৮১ (ক্যাশ ক্রেডিট)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রেমিসেস নং ২৬৩, জি টি রোড (দ), হাওড়া পরিমাণ এরিয়া ৫ বিঘা, ১ কাঠা ১৫ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩৭, দাগ নং ২৯৫, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৪/৬৫৮, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, খতিয়ান নং ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, সিট নং ১১৮, মৌজা এবং থানা শিবপুর, জেলা -হাওড়া, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : হোল্ডিং নং ২৫৪/৪, জি টি রোড (দক্ষিণ), এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং ৩৪ এবং ৩৫ ধ্রুব কুমার পাল লেন, দক্ষিণে : ৯ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ২৬৩/১ (অংশ), জি টি রোড, (দক্ষিণ), পূর্বে : গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (দাক্ষিণ), পশ্চিমে : গোলাম হোসেন সর্দার লেন, ২৬৩/৬ এবং ২৬৩/৭ জি টি রোড (দাক্ষিণ), এবং ধ্রুব কুমার পাল লেন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং -এ,একতলায় ব্লক নং ২ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৭২ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, লিভিং এবং ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, কিচেন এবং ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যেমন চলার পথ,সিঁড়ি,লিফট,লবি,চাতাল,সিঁড়ি হেড রুম, এবং লিফট মেশিন রুম এবং অন্যান্য এরিয়া প্রেমিসেস নং ২৬৩, জি টি রোড (দ), থানা-শিবপুর,হাওড়া পৌর সংস্থার অধীন,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জায়গার পর অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ, দক্ষিণে : অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ, পশ্চিমে: সিঁড়ি, লিফট, লবি পার্কিং হোনের পিছনে, পূর্বে : অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ ব্লক ১ এর পিছনে। **ক্রেতার নিকট বিক্রি করা কারপার্কিং স্পেস বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ এরিয়া ১৫১ বর্গফুট, একতলায় ভবনের ব্লক নং ২ এবং সকল অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ/ ড্রাইভওয়ে ইত্যাদির ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৬৩ জি টি রোড (দ) থানা -শিবপুর, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ । কার পার্কিং স্পেসের চৌহদ্দি : উত্তরে : অভ্যন্তরীণ সড়ক,দক্ষিণে : কার পার্কিং স্পেস অন্যান্যের জন্য, পশ্চিমে : অভ্যন্তরীন রোড এবং পূর্বে : অন্যান্যের কার পার্কিং স্পেস সমন্বিত। সম্পত্তি শ্রী বিকাশ জৈন এবং শ্রীমতি দিপালী জৈন এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৩২১৭ -২০১৩ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ২০২২ থেকে ২০৫২, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, এডিএসআর হাওড়া এর অফিস, পশ্চিমবঙ্গ।	**ক) ১৩.১০.২০২৩ খ) ০৯.০৬.২০২৩ গ) ৩০,২৫,২২১.০০ টাকা (তিরিশ লাখ পঁচিশ হাজার দুশো একুশ টাকা)** টাকা **০৯.০৬.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৫.১০.২০২৩
স্থান - হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি হাওড়া

রীতি মেনে আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ইতিমধ্যেই দুর্গা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। সারা রাজ্যজুড়ে মা দুর্গার আহ্বানে প্রস্তুত বাঙালি। শনিবার মহালয়ার মাধ্যমে পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষে পদার্পণ করল। এদিন ভোরের আলো ফুটতেই হুগলির আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীর ঘাট গুলিতে চলে তর্পণ। ভোর থেকেই শুরু হয় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জলদান ও পুজো। সারা রাজ্যের পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন নদীঘাটে চলে তর্পণ। আরামবাগের বিভিন্ন জায়গায় থেকে আসা বহু মানুষ দ্বারকেশ্বর নদীতে তর্পণ করতে দেখা যায়। দ্বারকেশ্বর নদীতে এদিন তর্পণ করতে দেখা গেল আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কাউন্সিলর স্বপন নন্দী, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ সিং রায় সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে। পাশাপাশি দ্বারকেশ্বর নদীতে তর্পণ করেন পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টি করতে এসে যারা প্রাণ বলিদান দিয়েছেন সেই সমস্ত কার্যকর্তা গণেশ রায়, সুদর্শন প্রামানিক, আমির আলি খানদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী জানান, আমাদের যে সমস্ত পূর্বপুরুষরা মারা গেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা আজকে কেউ গঙ্গায় কেউ নদীতে তর্পণ করি। সারা বছর উনারা আজকের দিনটার জন্য অপেক্ষা করেন। আমরা পুজো করে জল দান করি। দ্বারকেশ্বর নদীর প্রচুর মানুষ এসেছেন তর্পণ করতে, আমরা সকলে মিলে তর্পণ করলাম পাঁড়েরঘাট দ্বারকেশ্বর নদীঘাটে। সবমিলিয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে মা দুর্গার আহ্বানে শঙ্খ বেজে উঠল শনিবার।

দেবী এখানে মাটির প্রতিমা নন

পঁচেটগড় রাজবাড়িতে দশভুজা পূজিত হন পটে আঁকা চিত্রে

মদন মাইতি ● পটাশপুর

দেবী এখানে মাটির প্রতিমা নন, এই রাজবাড়িতে দশভুজা পূজিত হন পটে আঁকা চিত্রে। আগে মহালয়া থেকে পুজো শুরু হয়ে যেত। সময়ের সঙ্গে হারিয়েছে রাজ আমলের সেই জৌলুস। এখন ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু হয়। পুজো ঘিরে সাজো-সাজো রব পড়ে যায় পঁচেটগড় রাজবাড়ির দুর্গা দালানে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, প্রায় ৫০০ বছর আগে পঁচেটগড় রাজবাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো। যদিও সেই সময়কাল নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। ওড়িশার কটক জেলার আটঘর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বাড়ির আদিপুরুষ কালুমুরারি মোহন দাস মহাপাত্র। এই দুঃসাহসিক যুবক আকবরের রাজ কর্মচারী ছিলেন। ওড়িশার রাজা মুকুন্দদেব আকবরের সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ হয়ে উভয়ের সাধারণ শত্রু গৌড়ের রাজা গৌড়েশ্বর সুলেমন কররানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন। সেই যুদ্ধে কালুমুরারির অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। কথিত আছে, সেই সময় পটাশপুর পরগনায় এসে বাদশাহ প্রদত্ত নানকর ভূমি লাভ করে জমিদারি সূচনা করেন কালুমুরারি। প্রথমে কল্যাণপুরে থাকতেন। পরে পঁচেট গ্রামে খাঁড়ে বিশাল গড় নির্মাণ করেন তিনি। পরবর্তীকালে সেখান থেকে উদ্ধার হয় এক শিবলিঙ্গ। সেই শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করে কালুমুরারি মোহন দাস মহাপাত্র তৈরি করেন পঞ্চেশ্বর মন্দির। এখানে বেনারস থেকে আরও চারটি শিবলিঙ্গ এনে স্থাপন করা হয়। ধীরে ধীরে পঞ্চেশ্বর নামটির প্রচার হতে থাকে। সে সময় রাজবাড়িতে শক্তি সাধনা হত। সেই শক্তি সাধনা করতে গিয়ে শুরু হয় দুর্গাপুজো। রাজাদের রাজত্ব আর নেই। রাজত্ব না থাকলেও রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় আজও রয়ে গিয়েছে। সেকালের প্রাচীন নিয়মকানুন মেনেই আজও পুজো হয়। প্রতিবছর ষষ্ঠীতে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা ধ্বনি সহযোগে পঁচেটগড় রাজবাড়ির প্রাচীন পুকুর থেকে দুর্গাপুজোর ঘট স্থাপন করা হয়। মূলত ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত চলে রাজবাড়ির পুজো।

তবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে বাড়ির পুজোয়। রাজপরিবার শৈব থেকে বৈষ্ণব হয়েছে। ফলে এক অলৌকিক কারণে বন্ধ হয়ে যায় মূর্তিপুজো। জমিদার বাড়িতে শোলা ও পটে আঁকা দুর্গাপুজোর শুরু তখন থেকেই। এখনো অবশ্য শোলা বাদ পড়েছে। নেই সেই পটে আঁকা দুর্গা। আগে বলি দেওয়া হলেও এখন সেই বলি প্রথা বন্ধ। বছরের অন্যান্য দিনগুলো রাজবাড়ির বর্তমান সদস্যরা বাইরে থাকলেও পুজোর কয়েকটা দিন বাড়িতেই ফিরে আসেন। ষষ্ঠী থেকে দশমী এলাকাবাসীর ভিড়ে গমগম করে রাজবাড়ি।

দুই কোটি টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার পেট্রাপোল বন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: প্রায় দুই কোটি টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার পেট্রাপোল বন্দরে, বিএসএফের তৎপরতায় আটক চার। উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল বন্দরে থেকে ৩১৯১.২২ গ্রাম সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে। চার পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে বিএসএফের তরফে। বাংলাদেশী যাত্রীকে আটক করে ২৩টি সোনার বিস্কুট ৪টি সোনার ব্রেসলেট ও একটি সোনার আংটি উদ্ধার করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। ওই পরিমাণ সোনার বাজার মূল্য ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৪২ টাকা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনার পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়া ওই বাংলাদেশী যাত্রীদের নাম বেলাল হোসেন মহম্মদ কবির আজম খান জুবিদা খানম। চারজনেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসছিলেন পেট্রাপোল বন্দর হয়ে। বিএসএফের তল্লাশির সময় সকলে ধরা পড়ে যায়। উদ্ধার হওয়া সোনাগুলি পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

বৈধ টিকিট কেটেও ট্রেনে চেপে গন্তব্যে যেতে পারলেন না দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ট্রেন ফেল শুধুমাত্র মানুষই করে না, করেন দেবদেবীও। মহালয়ার দিন ঘর কন্যার সমস্ত কাজ গুছিয়ে, আজ রাতের ট্রেনে ভক্তের বাড়ি কলকাতার কসবায় পূজিতা হতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সঠিক সময়ে রওনা দিয়েছিলেন গোপালপুরের মৃৎকারখানা থেকে। তিনি প্লাটফর্মে ওঠার পরেই ট্রেন ঢুকল, টিকিট ও কাটা ছিল ভেন্ডিং মেশিন থেকে। লদী, সরস্বতী দুই কোলে কাঁকালে থাকলেও, গণেশ ও কার্তিককে নিয়ে একটু দুঃশ্চিন্ত ছিল। তবে দেবীকে দেখে প্রণাম করতে আসা ভক্তদের সহযোগিতা নিয়ে তাদের জানালার পাশে সিট পেলেও, নিজেই উঠতে পারলেন না শেষমেষ। প্রকাণ্ড চেহারা তার উপর কোলের দুই মেয়ে, নিয়ে আটকে গেলেন গেটে। ভক্তবৃন্দরা অনেক চেষ্টা করেও, মাকে কিছুতেই ট্রেনে উঠানোর ব্যবস্থা করতে পারল না। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় ঘনিয়ে আসার মুহূর্তে অগত্যা ঘুমন্ত গণেশ এবং কার্তিককে মায়ের কাছে জমা দেন তারা। মৃৎশিল্পী সৌরভ সাহা অসাধারণ প্রতিমা বানালেও, সামান্য চার আঙুল উচ্চতা বেশি করে ৪০ টাকার ট্রেন ভাড়ার বদলে চার হাজার টাকা ভাড়া গুনলেন সড়কপথে ম্যাটাডোর বুকিং করে। মহালয়া তার আগে মাকে ভক্ত বৃন্দদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া তার কর্তব্য। তাই কোনওভাবেই মায়ের প্রতি ভক্তি এতটুকু নষ্ট হতে দিতে চাননি তিনি। তবে মায়ের সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল আরও চারজন কারখানার সদস্যদের। তাদের মধ্যে এক সদস্য তন্ময় পাল জানান, এর আগে বেহালায় গেছে তাদের তৈরি দুর্গা প্রতিমা, এবার কসবায়। পরে ট্রেনে মানিকতলায় যাবে অপর এক প্রতিমা। এভাবেই ট্রেন পথে বিভিন্ন পুজোর প্রতিমা তারা পৌঁছে থাকেন। তবে আজকের ঘটনা ব্যতিক্রমী হয়ে গেল সামান্য একটু ভুলে। তবে এই সুযোগে, রেল যাত্রী থেকে শুরু করে স্টেশন কর্তৃপক্ষ কিংবা নিরাপত্তা রক্ষিত বা সারাদিন কাজকর্ম করে ফেরা হকাররা দীর্ঘক্ষণ ধরে দুর্গা প্রতিমাকে প্রণাম এবং ভক্তি জানানোর সুযোগ পান।

পুরপিতার মানবিক প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দীর্ঘ ২০ বছর ধরে মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছেন বারাসাত ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল। পুরপিতার নিজস্ব সংগঠন নীলজ্যোতি হেল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুক্রবার বারাসাত শালবাগান এলাকায় প্রাক পুজো উপহার হিসেবে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি উৎসবের মরশুমে রক্ত সংকট মেটাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিন দেবব্রত পাল জানান, বাঙালির সেরা উৎসব শারদ উৎসবের প্রাক্কালে বারাসাতে এক হাজার ছাড়াও বোলপুরে, পুরুলিয়া, ডুয়ার্স মিলিয়ে মোট ৫০০০ দুঃস্থ মানুষদের হাতে উপহার হিসেবে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে মানুষের সেবায় ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে আবারও সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াল ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স। সিকিমের ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবরকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলার সরকার যেমন দুর্গতদের জন্য কাজ করছে তেমনিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ ইএমআরআই গ্রিন হেলথ সার্ভিসের ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স দুর্গতদের সেবায় কাজ করছে রাজ্য সরকারের নির্দেশে। সিকিম সংলগ্ন কালিম্পং, কার্শিয়াং এই অঞ্চলে তিস্তা নদীর প্লাবনের ফলে যে জনবসতি প্লাবিত হয়েছে সেই অঞ্চলে তাদের একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স জলমগ্ন এলাকা থেকে আহত, অসুস্থ, সাধারণ মানুষদের উদ্ধার করে রিলিফ ক্যাম্পে পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং প্রয়োজনে রিলিফ ক্যাম্প থেকে আশঙ্কাজনকদের হাসপাতালেও নিয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কয়েকশো মানুষকে উদ্ধার করে প্রয়োজনে তাদের হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে এই ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে যুক্ত চালক, অ্যাটেনডেন্ড ও তাদের পরিচালক কর্মী সহ কর্মকর্তারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে গর্ভবতী মহিলা ও এক বছর পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি আগেও রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো এই অ্যাম্বুল্যান্স করমণ্ডল রেল দুর্ঘটনার সময়ও অতি দ্রুততার সঙ্গে মানুষের সেবা করেছে। এছাড়াও যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা আরও বিস্তৃত করে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়াও বোম স্কোয়াডের মোটার বা আধুনিক সামরিক দাহ্য পদার্থকে ডিফিউজ করার সময় দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলোকেও ব্যবহার করা হয়।

মহালয়ায় তর্পণ চলাকালীন তলিয়ে যাওয়া ৪জন নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তর্পণ করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন ৫ জন। মহালয়ার সকালে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে হিন্দমোটরের বিবি স্ট্রিট ঘাটে। নিখোঁজদের খোঁজে জোরদকমে চলছে তল্লাশি। মাঠে নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, এখনও নিখোঁজ চারজন। অসমর্থিত সূত্রের খবর, নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন সৌম্য মজুমদার, সৌভিক দত্ত, স্বপন ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ মণ্ডল। যদিও পুলিশের দাবি, তিন জন নিখোঁজ রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, তর্পণ চলাকালীন আচমকা গঙ্গার জলে তলিয়ে যান ৫ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। আসেন চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি শ্রীরামপুর অরবিন্দ আনন্দ, এসিপি আলি রাজা ও উত্তরপাড়ার আইসি পার্থ সিকদার। খবর পেয়ে চলে আসেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবও।

স্থানীয়রা জানান, নদীতে বান আসছিল। সেই সময় পুলিশ-প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয় ঘাটে থাকা লোকজনকে। বাঁশিও বাজানো হয়। কিন্তু, তারপরেও এড়ানো যায়নি বিপদ। ভেসে যাচ্ছিলেন স্বপন বাহাদুর নামে হিন্দমোটেরের এক বাসিন্দা। বলেন, ‘হঠাৎ বান এসে যায়। জলের ঘূর্ণিতে পরে গিয়েছিলাম। কোনওভাবে প্রাণে বেঁচেছি।’ প্রশাসনের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায়। তিনি বলেন, ‘প্রশাসন সব জেনেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আগে থেকে মাইকিং করে সতর্ক করা হয়নি। নিখোঁজদের খুঁজতেও দেরি হচ্ছে।’ যদিও উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, ‘শুভদিনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখন দোষ-গুণ বিচার করার সময় নয়। যাঁরা নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।’

মহালয়ার দিন বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শনিবার শুভ মহালয়ার দিন উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করেন। শনিবার দুপুরে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মালির বাগান এলাকায় তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি একে একে দুঃস্থদের হাতে শাড়ি তুলে দিলেন। অনুষ্ঠানের প্রথমে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব বেশ কয়েকজন দুঃস্থদের হাতে নববস্ত্র তুলে দিলেন। প্রায় ৫০০ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হল। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব বলেন, ‘প্রায় ৫০ বছর ধরে আমাদের এই রীতিনীতি চলছে। দুর্গাপূজার আগে আমরা গরিব মানুষদের হাতে নববস্ত্র তুলে দিই, পুজোর সময় আনন্দ করুক এটাই আমরা চাই ভবিষ্যতেও দিয়ে যাব।’

মহালয়ার পুণ্যলগ্নে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: মহালয়ার পুণ্যলগ্নে ও দেবীপক্ষের সূচনায় দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সদস্য সংগীত শিল্পী শান্তনু দাস উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে আগমনী বার্তা দেন ও অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা বিবেকানন্দ যুব কল্যাণ কেন্দ্রের প্রিয়ব্রত গুহ বিশ্বাস, নামখানা ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, প্রাক্তন শিক্ষক ও চন্দনপিড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রাক্তন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বেরা সহ অন্যান্যরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এলাকার দুঃস্থ মায়েরা ও সংগঠনের দ্বারা মাসিক বৃত্তি প্রাপক এলাকার দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীরা। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রতবাবুর হাতে স্মারক তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি অনুপ মাইতি। এই অনুষ্ঠানে প্রিয়ব্রত বাবু উপস্থিত মায়েদের একটি করে শাড়ি উপহার দেন। বিদ্যুৎ বাবু প্রত্যেককে মিষ্টিমুখ করার জন্য সামান্য অর্থ তুলে দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে যে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে মাসিক বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়।

তর্পণ চলাকলীন কুমিরের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার সকালে একদিকে ঘাটে চলছিল তর্পণের অনুষ্ঠান। অন্যদিকে কুমিরের আতঙ্ক দেখা দেয় এলাকার মানুষের মধ্যে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার একাধিক নদীঘাটে মহালয়ার সকালে তর্পণ করা হয়। যদিও সকাল থেকেই বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ছিল কড়া নজরদারি। কুমির তাড়াতে মাঝেমধ্যেই ফাটানো হয় জল বোমাও।

শনিবার সকালে মহালয়ার পুণ্য লগ্নে কুমির নিয়ে মানুষকে সতর্ক করতেই বন বিভাগের তরফ থেকে সচেতনতর প্রচার করার সঙ্গে ফাটানো হয় জল বোমা। কারণ কয়েক দিন আগেই কালনার ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকার পালপাড়ায় একটি কুমির ঢুকে পড়েছিল লোকালয়ে। শহরের মধ্যে দিয়েই হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল কুমিরটিকে। যার কারণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও বন দপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পড়ে কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

শনিবার সকাল ছ’টার পর থেকেই কালনার ফেরিঘাট থেকে শুরু করে কালনার বিভিন্ন ঘাটে বন দপ্তরের তরফ থেকে সচেতনতার প্রচার করা হয়। লঞ্চে উঠে প্রচার করতে দেখা যায় রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে। সকলের উদ্দেশে বলেন, ‘বেশি দূরে যাবেন না, ভাগীরথীতে কুমির রয়েছে। সাবধানে ও সতর্কতা অবলম্বন করে স্নান করুন।’ ভাগীরথী তীরে সমস্ত ঘাটে প্রতি বছরের মতো এবছরও মহালয়ার দিন তর্পণের জন্য হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। যদিও এদিন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, কালনা শহরের ঘাটগুলিতে প্রচুর মানুষ আসেন তর্পণ করতে। কালনা, কাটোয়া সহ বহু দূর থেকে এখানে মানুষ তর্পণ করতে আসেন। তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সর্বক্ষণ প্রচার চালানো হয়েছে। মানুষ যাতে জলে নেমে বেশি দূর পর্যন্ত না যায়, সে জন্য সবসময় নজরদারি করা হয়েছে।

স্বপ্নাদেশে মা দুর্গা প্রথমে মা চণ্ডী রূপে দেখা দিয়েছিলেন আরামবাগের হালদার বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগের বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজোগুলিকে ঘিরে নানা জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে আছে। এবার দশভুজা দুর্গার বদলে দ্বিভুজা শিব দুর্গার আরাধনা করতে দেখা গেল আরামবাগের দৌলতপুরের হালদার বাড়িতে। প্রায় ২০১ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই পুজো। দেবীর স্বপ্ন দেশ পেয়ে হালদার বাড়ির সদস্যরা শিব দুর্গার পুজোপাঠ শুরু করে। সঙ্গে কার্তিক গণেশ ও দেবী দুর্গার দুই মেয়ে সরস্বতী ও লদীর একই ফ্রেমে পুজো পাঠ চলে হালদার বাড়িতে। আরামবাগ শহরের দৌলতপুরে বংশানুক্রমে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দ্বিভুজা মা দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন। এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে বহু জনশ্রুতি। এই পরিবারের সদস্যদের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে চার ভাই মাখনলাল, গোপাল চন্দ্র, বেনীমাধব এবং গোষ্ঠ বিহারী হালদার মাথায় মাল নিয়ে ফেরি করতে এসেছিলেন আরামবাগে। সেই থেকে তারা আরামবাগে এসে ব্যবসা শুরু করেন। একটি মুদিখানার দোকান তৈরিও করেন। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় ওই চার ভাই দ্বারকেশ্বর নদীর জল পথে কলকাতা থেকে বন্দর হয়ে মালপত্র আরামবাগে এনে বিক্রি করতেন। এমনকী মালপত্র কিনে আনার সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হলে সেই সময় তাদের তিনটি নৌকোয় জলে ডুবে যায়। নৌকোডুবির ফলে তাদের বহু টাকার মালপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তারা। এরপর সেই দিন রাত্রে মা চণ্ডী ৪ ভাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, কাল সকালে যেখানে নৌকোডুবি হয়েছিল সেইখানে যা, মালপত্র পাবি। এরপর তারা সেখানে গিয়ে মালপত্র ফেরত পায়। ওই মালপত্র গুলি বিক্রি করে তারা অনেক ধন লাভ করেন। এরপর একদিন মা চণ্ডী হালদার বাড়ির বড় ছেলেও বাকি তিন ভাইকে শিব ও দুর্গার মূর্তি গড়ে ভক্তি ভরে পুজোর্চ্চনা করতে বললেন। তারপর থেকে মা দুর্গার পুজোপাঠ শুরু হয় হালদার বাড়িতে। হালদার বাড়ির পুজোয় দেবী দুর্গা দ্বিভুজা। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় হালদার বাড়ির পুজো। সপ্তমীর দিন সকালে পালকিতে করে নিয়ে আসা হয় কলা বউ। পরিবারের সদস্যরাই পালকির চার হাতল কাঁধে নিয়ে ঘট তোলেন। এরপর দুইটি ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয় মা দুর্গার সামনে। সন্ধিক্ষণে একটি কালো পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং ওই দিন সন্ধ্যায় সন্ধি পুজোতে ১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। নবমীতে দুইটি পাঁঠা একজোড়া আঁখ, একটি কলা, একটি লেবু, একটি ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। দুপুরে পরিবারের সকল সদস্য ও এলাকাবাসীদের নিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ানো হয়। এরপর সন্ধিক্ষণের দিন বলি দেওয়া পাঁঠার মুণ্ডুটি নবমীর দিন রাতে দ্বারকেশ্বর নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। দশমীর দিনেও সময় মেনে দ্বারকেশ্বর নদের জলে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। হালদার বাড়ির সদস্য দুর্গাপ্রসাদ হালদার জানান, আমাদের এখানে শিব ও দুর্গার রূপে মায়ের পুজো হয়। মাকে আমরা কন্যা রূপে পুজো করি। এটা স্বপ্ন দেশের পুজো। সবমিলিয়ে হালবাড়িতে মা দুর্গা প্রথম মা চণ্ডী রূপে স্বপ্নাদেশে দেখা দিয়েছিলেন।

সিদ্দিকুল্লার মিছিলের সমালোচনায় দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কলকাতায় ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন যুদ্ধ নিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির সংগঠন জামিয়াত উলেমা হিন্দ এর ইজরায়েল বিরোধী মিছিল নিয়ে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ মুখ খুললেন। শনিবার সকালে খড়গপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, হামাস ইজরায়েল আক্রমণ করেছে এবং হামাস একটি জঙ্গি সংগঠন, নিষিদ্ধ সংগঠন, এটি অনেক দেশে নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় এদেশে কেউ হামসের পক্ষে মিছিল বের করলে জনগণ তাকে কখনোই ক্ষমা করবে না। তারা হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। আমাদের দেশ বরাবরই চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। পিতৃপক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করা প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, পিতৃপক্ষে কোনো পবিত্র কাজ বা পূজা হয় না, যে দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে সেই দুর্গাপুজো দেবীপক্ষে হয়। পিতৃপক্ষে দুর্গাপুজো উদ্বোধনের মানে কী? তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিনীতি মানেন না, শুধু রাজনীতি করেন। প্যান্ডেলের কাজ এখনও শেষ হয়নি। প্রতিমা স্থাপন করা হয়নি। প্যান্ডেল ও উদ্বোধন হয়েছে। এটা কি ধরনের ঐতিহ্য? হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে এভাবে কলঙ্কিত করার অধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ দেয়নি। মুরলী ধর লেনের অফিসে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু লোক দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে যায়, দলকে দেখতে হবে এ ধরনের লোক কারা এবং কোথা থেকে এসেছে এবং দলের কর্মীদেরও বোঝা উচিত তাদেরও দলের শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত।

পঞ্জাব বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন
কংগ্রেসে যোগ একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ১৪ অক্টোবর: লোকসভা ভোটের আগে পঞ্জাব বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। দল ছাড়লেন সহ-সভাপতি সহ একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রী। বিজেপির ওই নেতাদের সঙ্গে শিরোমণি অকালি দলের একাধিক নেতাও যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে।

শনিবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বিজেপির সহ-সভাপতি রাজকুমার ভেরকা। দুই প্রাক্তন মন্ত্রী বলবীর সিংহ সিধু এবং গুরপ্রীত কাঙ্গের। বিজেপির পাশাপাশি, শিরোমণি অকালি দল ছেড়েও কংগ্রেসে শামিল হয়েছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এই তালিকায় প্রাক্তন মন্ত্রী হংসরাজ জোশনের পাশাপাশি প্রাক্তন বিধায়ক জিৎ মহিন্দর সিং ও মহিন্দর সিং রিনওয়া রয়েছেন। কংগ্রেসে যোগদানকারীদের তালিকায় নাম রয়েছে মোহালির প্রাক্তন মেয়র অমরজিৎ সিংয়েরও।

এঁদের মধ্যে রাজকুমার ভেরকা রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংয়ের ঘনিষ্ঠ রাজকুমার। বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখরেরও অনুগামী তিনি। সুনীল জাখরের সঙ্গেই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। সুনীল হন বিজেপির সভাপতি আর রাজকুমার ভেরকা হন সহ-সভাপতি। কিন্তু গেরুয়া শিবিরে মোহভঙ্গ হওয়ায় শুক্রবারই তিনি বিজেপি ছাড়েন। শনিবারই যোগ দিলেন কংগ্রেসে।

লোকসভার আগে এই দলত্যাগ বিজেপি এবং অকালি দল দুই শিবিরের জন্যই বড় ধাক্কা। কংগ্রেস বলছে, ভোট যত এগিয়ে আসবে ততই কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক বাড়বে।

মণিপুরে ছড়াচ্ছে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু'র সংক্রমণ
সতর্কতা জারি করল প্রশাসন

ইম্ফল, ১৪ অক্টোবর: গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুরে এবার সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র দাপট দেখা গিয়েছে। এর আগে দক্ষিণের একাধিক রাজ্য এবং উত্তরপূর্বের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ছড়িয়েছিল এই সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। যদিও বিষয়টি নিয়ে আতঙ্ক না ছড়ানোর আবেদনও করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

প্রাণী বিষয়ক দপ্তর এই সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ওই দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পশ্চিম ইম্ফলের এরয়সেম্বা এলাকার একটি খামার থেকে এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যে খামার থেকে এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে, সেই খামারটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খামারের আশপাশ এলাকায় বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সংক্রমণ রুখতে বেশ কয়েকটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে, আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত শূকরগুলিকে (জীবিত বা মৃত) কোনওভাবেই নির্দিষ্ট খামারের বাইরে বা অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। যেহেতু এর ফলে

শূকর-সহ অন্য পশুদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে সতর্ক থাকতে বললেও আতঙ্কিত হতে বারণ করছে প্রশাসন। কিন্তু উদ্বেগে শুয়োর প্রতিপালন এবং এই প্রাণীর ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা। তাঁদের মতে, ফ্লু-র কারণে ব্যবসায় প্রভাব পড়বে। উল্লেখ্য, মণিপুরে শুয়োরের মাংসের চাহিদা রয়েছে। প্রতি কেজি ১৮০-২০০ টাকায় বিক্রি হয়। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যে এলাকায় এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে, সেখান থেকে যাতে অন্যত্র না ছড়ায়, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই ফ্লু নিয়ে জনসচেতনতার কাজ চালানো হচ্ছে।

দত্তক নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: দত্তক নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়ের বেঞ্চ শনিবার দত্তক নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রকে।

ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে শনিবার শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, প্রতি বছর দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার শেষে ভারতে গড়ে ৪,০০০ শিশুকে দত্তক নেওয়া হয়। অন্যদিকে, অনাথ শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। আবেদনকারী পক্ষের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে বহু সন্তানহীন দম্পত্তি দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করে দীর্ঘ দিন ধরে প্রতীক্ষা করছেন। অন্যদিকে, বহু অনাথ শিশু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঘর পাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, গত বছর ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছিল, ভারতে শিশু দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ করা দরকার। তাদের দাবি ছিল, 'সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি'-র অধীনে একটি সন্তান দত্তক নেওয়ার জন্য তিন থেকে চার বছর সময় লেগে যায়, অথচ লক্ষ লক্ষ শিশু অপেক্ষায় থাকে। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান পীযূষ সাক্সেনাকে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছিল শীর্ষ আদালত। সেই রিপোর্টেও ওই অভিযোগই উঠে এসেছে।

প্রসঙ্গত, দত্তক গ্রহণের প্রক্রিয়া আগে আদালতের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু 'জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট' (শিশু সুরক্ষা আইন) সংশোধন করে দত্তকের প্রক্রিয়াটি জেলা প্রশাসনের আওতায় আনা হয়। শিশুকে কোনও পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার আগে কঠোর ভাবে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয় সরকারি নির্দেশিকায়। যাঁরা দত্তক নিচ্ছেন, সেই পরিবার আর্থিক ভাবে কতটা সচ্ছল, তাঁদের শংসাপত্রগুলি বৈধ কি না, তা-ও খুঁটিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এই সব বিষয় নিশ্চিত করতেই অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে।

হামাসের হাতে পণবন্দি রুশ নাগরিক, বৈঠক করবে রাশিয়া

মস্কো, ১৪ অক্টোবর: পণবন্দিদের উদ্ধার করতে এবার হামাসের সঙ্গে বৈঠক করবে রাশিয়া। সূত্রের খবর, রাশিয়ার ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী মিখাইল বোগডানোভ আগামী সপ্তাহেই কাতারে পৌঁছবেন। সেখানেই হামাসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। হামাসের হাতে পণবন্দি রুশ নাগরিকদের কীভাবে মুক্ত করা যায়, সেই নিয়েই আলোচনা হবে দুই পক্ষের মধ্যে। প্রসঙ্গত, এক সপ্তাহব্যাপী হামাসের হামলায় অন্তত ১৫০ জনকে পণবন্দি করার অভিযোগ উঠেছে।

হামাস-ইজরায়েল দ্বন্দ্বের শুরু থেকেই শান্তি ফেরানোর বার্তা দিয়েছে রাশিয়া। তবে এই দ্বন্দ্বের নেপথ্যে ইজরায়েলকেই দায়ী করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এহেন পরিস্থিতিতে ইজরায়েলে থাকা রুশ নাগরিকদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে দেশের প্রশাসন। হামাসের হাতে পণবন্দিদের মধ্যে কতজন রুশ নাগরিক রয়েছেন, তা নিয়েও এখনও কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

শনিবারই রুশ সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই কাতার যাবেন রাশিয়ার ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী মিখাইল বোগডানোভ। এই সফরে হামাস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কিনা, সরাসরি সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি। তবে বৈঠকের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়েও দেননি রুশ মন্ত্রী। তিনি বলেন, হামাস রাজি থাকলে বৈঠক হতেই পারে। পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া থেকে শুরু সমস্যা সমাধান- নানা বিষয়েই আলোচনা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, হামাসের হামলার পালটা দিতে কার্যত যুদ্ধের ডাক দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তার পরেই পালটা বিবৃতি জারি করেছে হামাস। জঙ্গি সংগঠনের সামরিক বিভাগের তরফে বলা হয়, গাজার সাধারণ মানুষের উপর ইজরায়েলের সেনা যদি আচমকা হামলা চালায়, তাহলে পণবন্দিদের খুন করে দেওয়া হবে। ইজরায়েলি সেনার প্রত্যেকটা আক্রমণের মাসুল হিসাবে খুন হবেন একজন করে পণবন্দি। তবে এই হুমকির পরেও সেনা সরানোর কথা ভাবছে না ইজরায়েল।

চালু হল ভারত-শ্রীলঙ্কা ফেরি সার্ভিস

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: নবরাত্রির প্রাক্কালে, মহালয়ার দিন পর্যটকদের বড় উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চালু হল ভারত-শ্রীলঙ্কা ফেরি সার্ভিস। ফলে সহজেই শ্রীলঙ্কা থেকে ঘুরে আসতে পারবেন ভারতীয় পর্যটকেরা। পাশাপাশি দুই দেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য এটি একটি বড় 'মাইলস্টোন' হল। শনিবার, ভারত-শ্রীলঙ্কা ফেরি সার্ভিসের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'দুই দেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এটি দুই দেশের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন।'

এদিন তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনম থেকে শ্রীলঙ্কার কাঙ্কেসান্থুরাইয়ের জাফনার মধ্যে ফেরি পরিষেবা শুরু হল। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই পরিষেবার সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা, 'এই সংযোগ কেবল দুটি শহরকে কাছকাছি আনছে না, এটা আমাদের দেশ, আমাদের জনগণকেও কাছাকাছি আনছে এবং আমাদের হৃদয় সংযোগও গভীর হচ্ছে।'

ভারত-পাক ম্যাচের আগেই গ্রেপ্তার ২ লস্কর জঙ্গি

চণ্ডীগড়, ১৪ অক্টোবর: হাইভোল্টেজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে কঠোর নিরাপত্তার জালেই ধরা পড়ল লস্কর-ই-তইবার দুই জঙ্গি। শনিবার সকালেই পঞ্জাব পুলিশের জালে ধরা পড়ে দুই লস্কর জঙ্গি। ওই দুই জঙ্গির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।

এ দিন সকালেই পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব টুইট করে জানান, অমৃতসর থেকে দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত দুই জঙ্গি লস্কর-ই-তইবা সংগঠনের। তাদের কাছ থেকে দুটি আইইডি, দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ২৪টি কার্তুজ, একটি টাইম সুইচার, ৮টি ডিটোনেটর ও চারটি ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে মিলিত উদ্যোগেই এই অভিযান চালিয়েছিল পঞ্জাব পুলিশ। ধৃত দুই জঙ্গি জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা। এই লস্কর মডিউলকে পরিচালন করে ফিরদৌস আহমেদ ভাট নামক লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

ওই দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বড়সড় কোনও নাশকতার ছক কষছিল কি না লস্কর-ই-তইবার এই মডিউল, তাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগে, বুধবার দিল্লি পুলিশও কানাডায় বসবাসকারী খালিস্তানি জঙ্গি অর্শ দাল্লার দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে।

জার্মানিতে যাত্রী ভর্তি ভ্যান উল্টে নিহত ৭ জন, আহত আরও ১৬

বার্লিন, ১৪ অক্টোবর: দক্ষিণ জার্মানির মিউনিখের পূর্ব দিকে এ-৯৪ হাইওয়েতে যাত্রী ভর্তি একটি ভ্যান উল্টে সাতজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৬ জন। নিহতদের মধ্যে ছয় বছরের একটি শিশুও রয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোর ৩টার দিকে। শনিবার স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকরা এই তথ্য দিয়েছেন।

পুলিশ আধিকারিকরা বলছেন, ভ্যানটি ওভারলোড থাকায় পুলিশ তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। চালক সেটা উপেক্ষা করে ভ্যানের গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বাড়িয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর ভ্যানটি উল্টে যায়। ভ্যানে থাকা ব্যক্তিরা সিরিয়া ও তুরস্কের বাসিন্দা। আহতদের মধ্যে চালক ও একজন সন্দেহভাজন চোরাকারবারি অস্ট্রিয়ার ২৪ বছর বয়সি যুবককে হাসপাতালে আটক করা হয়েছে। এটি একটি অস্ট্রিয়ান নিবন্ধিত ভ্যান। মানব পাচারের রুট হিসেবে কুখ্যাত এই মহাসড়ক। দুর্ঘটনাস্থলটি অস্ট্রিয়ান সীমান্ত থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে। বেশিরভাগ প্রবাসী এই হাইওয়ে দিয়ে জার্মানিতে যায়।

প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ তুলল বিজেপি। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে পদ্মশিবিরের তরফে।

বিজেপির দাবি, ভোট ঘোষণার পরেও মধ্যপ্রদেশের মান্ডলায় গিয়ে স্কুলপড়ুয়াদের মাসিক বৃত্তি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি কংগ্রেস শাসিত ছত্তিশগড়ের জন্যও প্রিয়াঙ্কা ওই বৃত্তি কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। বিজেপির দাবি, প্রিয়াঙ্কার ওই ঘোষণা ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পরিপন্থী।

মধ্যপ্রদেশ বিজেপির আইন সেলের নেতা পঙ্কজ ওয়াধওয়ানি শনিবার বলেন, '১২ অক্টোবর মান্ডলার সভায় প্রিয়াঙ্কা প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রত্যেক পড়ুয়াকে মাসিক ৫০০ থেকে ১,৫০০ টাকা বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী ভোট ঘোষণার পরে কোনওরকম আর্থিক প্রলোভন দেখানো যায় না। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা সেই কাজটি করেছেন। তাই আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

গত ৯ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশে এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে ১৭ নভেম্বর। গণনা হবে ছত্তিশগড়, রাজস্থান, তেলঙ্গানা, মিজোরামের সঙ্গে আগামী ৩ ডিসেম্বর। ২০১৮-র বিধানসভা ভোটে জিতে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলেও দেড় বছরের মাথাতেই জ্যোতিরাদিত্য শিন্ডের সাহায্যে দু'ডজন বিধায়ক ভাঙিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের সরকারের পতন ঘটিয়েছিল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন শিবরাজ সিংহ চৌহান। এ বার একাধিক জনমত সমীক্ষার ইঙ্গিত, কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেতে পারে ওই রাজ্যে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the
Radharghat-I Gram Panchayat
Sealmara: Berhampore: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-TENDER NO-03/RD-1 GP/2023-24, Dated: 14/10/2023 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto 06/11/2023 Time: 12.00 noon Details may be obtained from this office during office hours.

Prodhan,
RADHARGHAT-I GP
Sealmara, Berhampore, Murshidabad

NOTICE

e- tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT no- 21e/ PMKSY-WDC 2.0/ NRM (2nd)/ 2023-24 Dated 06/10/2023** in the district Purulia. Last Date for submitting online bid 22/09/2023 visit **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Deputy Director of Agriculture (SC), KRVP & Project Manager, WCDC, Purulia

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং ঃ ডিসিপিএম-জিএস-ইঞ্জি-০৯-২৩-২৪ (ওপেন টেন্ডার ইন টু প্যাকেট সিস্টেম), তারিখ ১৩.১০.২০২৩। ডে. চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/গতি শক্তি ইউনিট /ইঞ্জি/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, শিয়ালদহ- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প অধীনে চাঁদপাড়া ও গেদে স্টেশনে ১২ মিটার চওড়া আরডিএসও মানের এফওবি সংস্থান। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৬,৪০,৭৪,৫৬৫.৮০ টাকা। **বায়না জমা ঃ** ৯,৭০,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই, **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩১.১০.২০২৩ বিকেল ৩টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে টেন্ডার ই-টেন্ডারের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়েল অফার গ্রাহ্য হবে না, ম্যানুয়েল টেন্ডার গৃহীত হলেও তা বাতিল হবে।

SDAH-228/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Nalikul Purba Gram Panchayat
Nalikul, Haripal, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the experienced & bonafied resourceful contractor for different development works of **NIT No.: 009/NPG/ 2023-24 (Sl.- 1 to 7) & Memo No.: 703/NGP/2023, Date: 10.10.2023.** Fund: XV Fund (Tied) & Own Fund and **NIT No.: 010/NPG/2023-24 (Sl.- 1 to 4) & Memo No.: 704/ NGP/2023.** Fund: XV Fund (Un-Tied). Bid Submission Start Date: **14.10.2023 at 17:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **01.11.2023 up to 10:00 Hours.** Bid Opening Date (Online): **03.11.2023 at 11:00 Hours.** For more details visit **www.wbtenders. gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-, Pradhan
Nalikul Purba Gram Panchayat

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম

টেন্ডার নোটিশ

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৬টি (ছয়) ঢালাই ড্রেন নির্মানের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, যার নোটিশ নং **07/HGP/2023-24** মোট টেন্ডার মূল্য ১৫,৪২,২০৯/- টাকা। আবেদন কারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরনের জন্য **https://wbtenders.gov.in** এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরন করুন।

স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার /(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৪৪-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১২.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে ডিআরএম এলএস গ্র্যান্ট ২০২৩-২৪ অধীনে হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টরস-এর ফিটমেন্টের সহিত সংযুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,২৪,৪৩৫.০০ টাকা। **বায়না জমা ঃ** ১৬,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০, **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রম নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৪৫-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১২.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** পিআরএস /এনকেজি সংস্থিত সেন্ট্রাল এসি প্ল্যান্ট-এর সম্পর্কিত পুরানো সরঞ্জাম পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৭,৬৮,৭০৩.০০ টাকা। **বায়না জমা ঃ** ২,৭৩,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০, **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১১.২০২৩ বেলা ২ টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১১.২০২৩ বেলা ২ টোর পর। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২০.১০.২০২৩। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট ঃ **www.ireps.gov.in** থেকে।

SDAH-229/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হামাস জঙ্গির কোলে ইজরায়েলি একরত্তি, ভাইরাল ভিডিও

গাজা, ১৪ অক্টোবর: ইজরায়েল ও হামাস সংঘর্ষ স্তব্ধ গোটা দুনিয়া। এ যুদ্ধ কোন চেহারা নেবে তা কেউ জানে না। তারই মধ্যে বন্দুক হাতে হামাস জঙ্গির সঙ্গে দেখা গেল বাচ্চাদের। জঙ্গি আর শৈশব। ভেজা চোখ থমকে তাকিয়ে রয়েছে বন্দুকের নলের দিকে। সদ্য বলি ফোটা ঠোঁটে হতবাক শব্দ। কিংবা কিছু না বুঝেই কান্না। ভয় পাবে নাকি ভরসা করবে। কোন দিকে যাবে সে, তাদের কাছে তো পুরোটাই নতুন অভিজ্ঞতা। সদ্য উর্বর হওয়া মগজ তো এখনও এসব শেখেনি। কী নামেই বা ডাকবে? যে দুধের শিশুর কান্না শুনলেই মা, এগিয়ে আসতেন দুধের বোতল নিয়ে, নরম তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে মুখ। সেই শিশুর মুখে হয়তো দুধের বোতল রয়েছে, কান্না পেলে কোলে নিয়ে দোলও রয়েছে। কিন্তু মায়ের কোল নয়, বরং জঙ্গিদের ডেরায় এক ভয়ের আশ্রয়।

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে হামাসের বন্দুক কাঁধেই সামলাচ্ছেন বন্দি ইজরায়েলি খুদেদের। কেউ দোলাচ্ছেন দোলনা, কেউ কোলে নিয়ে বাচ্চা ভোলাচ্ছেন। এক কাঁধে বন্দুক, চোখে তীব্র হিংসার আগুন নিয়েই শৈশবকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন হামাস। এই লালন-পালন অভিভাবক সুলভ নয়, এ যেন হুমকি। সদ্য ফোটা ফুলকে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বন্দুকের নলের শোভা বাড়ানো।

বারুদের গন্ধে ভারী মধ্যপ্রাচ্যের বাতাস। কখন কী হয়! আতঙ্ক সবার মনে। উদ্বেগে গোটা বিশ্ব। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের আগুন যাতে আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা করছে আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে গাজা ভূখণ্ডে অভিযান শুরু করেছে ইজরেয়েলি সেনাবাহিনী। বহু পণবন্দির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলেও খবর।

ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম 'হারেৎজ' ও 'জেরুজালেম পোস্ট' সূত্রে খবর, শুক্রবার গাজা ভূখণ্ডে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। সাঁজোয়া গাড়ি ও বিশেষ বাহিনী গুঁড়িয়ে দিয়েছে হামাসের একটি ঘাঁটি। অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েকজন ইজরায়েলি পণবন্দির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা কত, তা নিশ্চিত করা যায়নি। এখনও হামাসের হাতে ১৫০ জন পণবন্দি রয়েছে বলে জানিয়েছে আইডিএফ। এছাড়া, দক্ষিণ লেবাননে হেজবোল্লার ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করেছে ইজরায়েল। আইডিএফ জানিয়েছে, লেবানন সীমান্তে হাইফা শহরের কাছে ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা হয়। তারই জবাবে গোলাবর্ষণ। অবরুদ্ধ গাজার সাধারণ নাগরিক ও সেখানে অবস্থিত রাষ্ট্রসংঘের আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণে চলে যেতে বলেছে ইজরায়েল। আর তার পর থেকেই হাজারে হাজারে সাধারণ নাগরিককে দেখা গিয়েছে দ্রুত বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে। পালটা বিবৃতি জারি করে বাসিন্দাদের গাজা ছাড়তে বারণ করেছে হামাস। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েল শিগগিরি গাজা ভূখণ্ডে আরও ভয়ংকর আক্রমণ চালাতে পারে সেই সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। ইজরায়েলের সেনা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, গাজার সাধারণ নাগরিকরা যেন দ্রুত দক্ষিণ দিকে চলে যান নিজেদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে। বলা হয়েছে, হামাস জঙ্গিদের এলাকা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে তাঁদের। এর ফলে আগামিদিনে ইজরায়েল সেনার আক্রমণে সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানির বিষয়টি এড়ানো যাবে।

বিশাল ব্যবধানে হারের পর বাবরের কণ্ঠে রোহিতের প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লড়াই হবে পাকিস্তানের পেস বোলিংয়ের সঙ্গে ভারতের ব্যাটিংয়ের;ভারত, পাকিস্তান ম্যাচের আগে এমনটাই বলেছিলেন বেশির ভাগ বিশ্লেষক। কিন্তু আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ লড়াইটা আর হলো কই! একপেশে ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত।

ব্যাটিং বা বোলিং;দুই বিভাগেই ভারতের চেয়ে স্পষ্ট ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল পাকিস্তান। ম্যাচ শেষে হারের কারণ হিসেবে সেটাই বলেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। একই সঙ্গে তিনি রোহিত শর্মার প্রশংসাও করেছেন।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীতে বাবর বলেছেন, 'আমরা ভালো করেছিলাম। আমরা স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলা আর জুটি গড়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। হঠাৎই ধস নামল এবং আমরা শেষটা ভালো করতে পারিনি। যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম, লক্ষ্য ছিল ২৮০,২৯০ রান করব। কিন্তু ধসের মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। আমাদের সংগ্রহ ভালো ছিল না।'

শাহিন শাহ আফ্রিদি, হাসান আলী ও হারিস রউফের সমন্বয়ে গড়া পেস আক্রমণের কাছেও অনেক চাওয়া ছিল অধিনায়ক বাবরের। কিন্তু অধিনায়কের সেই চাওয়া পূরণ করেতে পারেননি তাঁরা। বাবর বলেছেন, 'নতুন বলে আমাদের বোলিং সামর্থ্য অনুযায়ী হয়নি।' এ জায়গায় এসে বাবর ভারতের অধিনায়ক ও ওপেনার রোহিতকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, 'রোহিত যেভাবে খেলেছে, অসাধারণ একটা ইনিংস। আমরা উইকেট নিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি।'

বাবরদের খামখেয়ালি ব্যাটিংয়ের যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না রমিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২ উইকেটে ১৫৫ থেকে ১৯১ রানে অলআউট;মাত্র ৩৬ রানের মধ্যে শেষ ৮ উইকেট হারিয়েছে বাবর আজমের দল। বিশ্বকাপে আর কখনোই এত কম রানে এত বেশি উইকেট হারায়নি পাকিস্তান। আর এই বাজে ব্যাটিং-বিপর্যয় হয়েছে এমন ম্যাচে, যেটি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বলে বিবেচিত।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের এই ব্যাটিং-বিপর্যয়ের কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না রমিজ রাজা। পাকিস্তানের সাবেক এই ক্রিকেটারের কাছে বাবরদের ব্যাটিংকে মনে হয়েছে খামখেয়ালি (কেয়ারলেস)। ব্যাটিংয়ের জন্য উইকেটে এমন কিছুই ছিল না যার কারণে এমন বাজেভাবে গুটিয়ে যেতে হবে।

বাবরের আউট পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ভালোই এগোচ্ছিল পাকিস্তান। মোহাম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে অধিনায়কের দ্বিতীয় উইকেট জুটি ৫০ পেরিয়ে দলকে আশা দেখাচ্ছিল বড়সড় দলগত সংগ্রহের। কিন্তু মোহাম্মদ সিরাজের ক্রস সিমের লেংথ বলে থার্ডম্যানে অতি-আত্মবিশ্বাসী হয়ে খেলতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনেন বাবর। যেভাবে চেয়েছিলেন, বল ততটা ওঠেনি। বোল্ড হন ৫০ রানে।

অধিনায়কের এই আউটে পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের বাঁধ যেন হুড়মুড় করে ভেঙে যেতে থাকে। কুলদীপ যাদবের বলে এলবিডব্লু হন সৌদ শাকিল। একই ওভারে সুইপ করতে গিয়ে বল স্টাম্পে ডেকে নিয়ে বোল্ড ইফতিখার আহমেদ। পরের ওভারে যশপ্রীত বুমরার ভেতরের দিকে ঢোকা বল রিজওয়ানের ব্যাট ও প্যাডের বড় গ্যাপ দিয়ে ঢুকে স্টাম্প ভাঙে। প্রায় একইভাবে আউট হন শাদাব খানও।

বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল লাইভে রমিজ রাজা লিখেছেন, 'এই ব্যাটিংয়ের কোনো যুক্তি হয় না। কারণ, এটা স্রেফ খামখেয়ালি ব্যাটিং, কারণ ছাড়া ব্যাটিং। কোনো মনোযোগ ছিল না।' নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ এত কম রানে অলআউট হওয়ার মতো নয় উল্লেখ করে রমিজ লিখেছেন, 'ব্যাটিংয়ের জন্য এটা ভালো উইকেট। এখানে ১৯১ রানে অলআউট এবং ৩৬ রানে আউট হয়ে যেতে পারে খুব কম দল। পাকিস্তানকে এখানে নিজেদেরই দুষতে হবে।'

শেষ দিকে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের এলোপাতাড়ি খেলার চেষ্টাকে এক শব্দে 'পাগলামি' বলেও উল্লেখ করেন রমিজ।

অধিনায়ক শানাকার বিশ্বকাপ শেষ, শ্রীলঙ্কা দলে চামিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ কী হলো বিশ্বকাপের! অধিনায়কেরা সব একে একে চোটে পড়ছেন। গতকাল একই দিনে চোটে পড়েছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ও নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা চোট পেয়েছিলেন এর আগেই। ঊরুর মাংসপেশিতে তিনি চোট পান ১০ অক্টোবর পাকিস্তানের কাছে হেরে যাওয়া ম্যাচে। আজ জানা গেল তাঁর বিশ্বকাপই শেষ। ছিটকে যাওয়া শানাকার জায়গায় শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলে এসেছেন চামিকা করুনারত্নে। আইসিসি এই পরিবর্তন এরই মধ্যে অনুমোদন দিয়েছে।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে হারিয়ে ফেলা বড় ধাক্কা ছিল শ্রীলঙ্কার। এবার অধিনায়ককেই হারিয়ে ফেলল তারা। চোট থেকে সেরে উঠতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগবে শানাকার। এ কারণেই তাঁর জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কার হয়ে ২৩টি ওয়ানডে খেলা করুনারত্নেকে। পেস বোলিং এই অলরাউন্ডার ২৮.৮৩ গড়ে ২৪ উইকেট নিয়েছেন। আর ব্যাট হাতে ২২ ইনিংসে ২৭.৬৮ গড়ে করেছেন ৪৪৩ রান। সর্বোচ্চ ইনিংসটি ৭৫ রানের। করুনারত্নের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে ওই একটিই ফিফটি।

অন্যদিকে চোট কাটিয়ে প্রায় ছয় মাস পর ফিরে কেইন উইলিয়ামসন আবার চোটে পড়েছেন কাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে। চেন্নাইয়ে গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে রান নিতে গিয়ে নাজমুল হোসেনের থ্রো সরাসরি লাগে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়কের বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে। স্ক্যানে ওই আঙুলে চিড় ধরা পড়েছে তাঁর, ফলে আবার ছিটকে গেছেন তিনি। অবশ্য বিশ্বকাপের শেষের দিকে তাঁকে ফিরে পাওয়ার আশা করছে নিউজিল্যান্ড। উইলিয়ামসনের বিকল্প হিসেবে টম ব্লান্ডেলকে ডাকা হয়েছে দলে। যদিও এখনই স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না তাঁকে। মানে উইলিয়ামসনকে নিয়ে আশা ছাড়ছে না নিউজিল্যান্ড।

সে ম্যাচেই বাঁ ঊরুতে চোট পান সাকিব। আজ দলের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, সাকিবের চোটের জায়গায় এখনো কিছু সমস্যা আছে। সে জন্য আগামী কয়েক দিন তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ব্যাটিংয়ের সময় দৌড়ে রান নিতে গিয়ে ঊরুর চোটে পড়েন সাকিব। তবে তিনি চোট সামলে ব্যাটিং চালিয়ে গেছেন। সেটা অবশ্য বেশি সময়ের জন্য নয়। চোট সামলে বেশিক্ষণ খেলতে পারবেন না ভেবেই হয়তো আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করা শুরু করেন। পরের ৬ বলে নেন ১৬ রান। শেষ পর্যন্ত ৪০ রানে থামে সাকিবের ইনিংস। খুব বেশি দৌড়াতে পারবেন না ভেবেই হয়তো এরপর স্লিপে ফিল্ডিং করেন সাকিব। কিন্তু সাকিব নিজের বোলিংয়ের ১০ ওভারের কোটাও পূরণ করেছেন। এরপর অবশ্য বাংলাদেশ অধিনায়ককে আর মাঠে দেখা যায়নি। নিজের বোলিং শেষ করে মাঠ ছাড়েন তিনি। পরে জানা যায় স্ক্যান করানোর জন্য সাকিবকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ভুল জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি:ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা এতটাই তুঙ্গে থাকে যে সীমাহীন চাপ জেঁকে বসে খেলোয়াড়দের ওপর। এই চাপ সামলাতে গিয়ে যে কেউই ভুল করে বসতে পারেন।

ভুল হতে পারে বিরাট কোহলির মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরও। কী সেই ভুল? ভুল জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন ভারতের ব্যাটসম্যান। সেই ভুল জার্সি পরেই দলের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সংগীত গেয়েছেন। ম্যাচ শুরুর পর কেউ ভুলটা ধরিয়ে দিলে দ্রুত ড্রেসিংরুমে গিয়ে জার্সি বদল করে আসেন।

ভারতীয় দলের জার্সি বানিয়েছে বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লোগোর সঙ্গে মিল রেখে ভারতের জার্সির কাঁধের নকশা তিনটি স্ট্রাইপ দিয়ে করেছে।

বিশ্বকাপের আগে খেলা ওয়ানডে ম্যাচগুলোতে ওই তিন স্ট্রাইপের রং ছিল সাদা। তবে বিশ্বকাপের জার্সিতে ভারতের জাতীয় পতাকা তেরঙার সঙ্গে মিল রেখে কমলা, সাদা ও সবুজ রং দিয়ে স্ট্রাইপ করেছে।

দলের সবাই তেরঙা স্ট্রাইপের জার্সি পরে খেলতে নামলেও কোহলি সাদা স্ট্রাইপের জার্সি পরে নেমেছিলেন। টসের পর দুই দল জাতীয় সংগীত গাইতে সারবদ্ধভাবে দাঁড়ালে বিষয়টি সবার নজরে আসে। জাতীয় সংগীত শেষে শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে আলিঙ্গনও করেন কোহলি। এরপর ফিল্ডিং করতে নেমে যান।

ম্যাচ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে জার্সি বদলাতে ড্রেসিংরুমে চলে যান কোহলি। সে সময় ফিল্ডিং করেন বদলি ঈশান কিষান। কিছুক্ষণ পর তেরঙা স্ট্রাইপের জার্সি গায়ে মাঠে ফেরেন কোহলি।

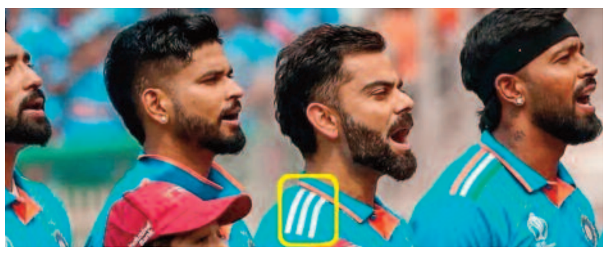

কোহলির মতো তারকার কী করে এই ভুল হলো, তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা রকম আলোচনা হয়েছে। তবে অনেকে দাবি করেছেন, এতে কোহলির ভুল নেই। কারণ, ম্যাচের আগে ক্রিকেটারদের জার্সি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেন দলের কিট ম্যানেজার। ক্রিকেটাররা অনুশীলন শেষে ড্রেসিংরুমে ফিরে সেই জার্সিই পরে নেন। কোহলি ড্রেসিংরুমে ফিরে তাঁর নাম লেখা যে জার্সি পেয়েছিলেন, সেটাই পরেছিলেন। তাই ভুলটা কিট ম্যানেজারই করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বলে তুকতাক করেই কি ইমামকে আউট করলেন পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের ২২ গজকে শুরু থেকে ব্যাটিং,সহায়ক মনে হচ্ছিল। এমন পিচে থিতু হতে একদমই সময় নেননি ইমাম,উল, হক।

দ্বিতীয় ওভারে মোহাম্মদ সিরাজকে মেরেছেন ৩টি চার। এরপর যশপ্রীত বুমরা, কুলদীপ যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ার ওভার থেকেও তুলে নিয়েছেন একটি করে চার। সর্বশেষ বাউন্ডারিটি যাঁর বলে মেরেছিলেন, সেই পান্ডিয়ার বলেই আউট হয়েছেন ইমাম। আর সেই আউট নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

পাকিস্তানের রান তখন ১২ ওভারে ১ উইকেটে ৬৮। ১৩তম ওভারটি করতে আসেন পান্ডিয়া। তাঁর প্রথম বলে সিঙ্গেল নেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। স্ট্রাইকে গিয়ে দ্বিতীয় বলেই দারুণ কাটে চার মারেন ইমাম। পরের ডেলিভারিটির আগে পান্ডিয়াকে বল মুখের কাছে এনে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে দেখা যায়। এরপর বলে ফুঁ,ও দেন। কী 'মন্ত্র' পড়েছেন, পান্ডিয়াই ভালো জানেন। তবে তাঁর ওই কিছু একটা বিড়বিড় করে বলা আর ফুঁ দেওয়ার পরের বলেই ঘটে বাজিমাত! আউট হয়ে যান ইমাম।

পান্ডিয়ার বলটি ছিল অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে, সেটি তাড়া করতে গিয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন পাকিস্তানের ওপেনার। উদ্‌যাপন শুরুর আগে পাকিস্তানি ওপেনারকে বিদায় সম্ভাষণের মতো করে 'সেন্ড অফ' জানান পান্ডিয়া।

এর পরপরই 'পান্ডিয়ার বল, পড়া' ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কেউ বিশ্বাসের বলে আর কেউবা মজার ছলে বলতে থাকেন, বলে মন্ত্র পাঠ করে জাদু করেছিলেন পান্ডিয়া। আর তাতেই আউট হয়েছে ইমাম।

পান্ডিয়া কী মন্ত্র পড়েছেন তিনিই সত্যিটা জানেন। তবে বল নিয়ে দৌড় দেওয়ার আগমুহূর্তে যেভাবে বিড়বিড় করেছেন, আর বল করতেই সেটা কাজে লেগে গেল, তাতে তুকতাক বা মন্ত্রপাঠ তত্ত্ব বেশ আলোচিতই হয়ে উঠেছে টুইটার, ফেসবুকে।

২০ ওভারে ৪২৭ রান তুলে বিশ্ব রেকর্ড আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ডটি কত রানের? বলতে পারেন, এ আর এমন কী! গত সেপ্টেম্বরেই তো এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ক্রিকেটে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩ উইকেটে ৩১৪ রান করেছিল নেপাল। কিন্তু সেটা ছেলেদের আন্তর্জাতিক ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড। যদি বলা হয়, ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় রানের রেকর্ড কোন দলের?

এবার হয়তো একটু পরিসংখ্যান ঘাঁটতে হতে পারে। গত বছর মার্চে জিসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ কাপে সৌদি আরবের মেয়েদের বিপক্ষে ১ উইকেটে ৩১৮ রান তুলেছিল বাহরাইন। ছেলে ও মেয়েদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এত দিন এটাই ছিল সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড। এত দিন;কথাটা বলতে হচ্ছে, কারণ, এখন আর রেকর্ডটি বাহরাইনের মেয়েদের দখলে নেই। রেকর্ডটি এখন আর্জেন্টিনার মেয়েদের।

আর্জেন্টিনা নামটা শুনেই চোখে ভেসে উঠতে পারে গত ডিসেম্বরে কাতারে লিওনেল মেসির হাতে ফুটবল বিশ্বকাপের ট্রফি। আর্জেন্টিনা তো ফুটবলেরই দেশ। ১৯৭৪ সালে আইসিসির সদস্যপদ লাভ করা আর্জেন্টিনার মেয়েদের জাতীয় দল ২০০৭ সাল থেকেই ক্রিকেট খেলছে। ২০১৮ সালে আইসিসি সব সদস্যদেশের নারী জাতীয় দলকে টি-টোয়েন্টি স্ট্যাটাস দেওয়ার পর থেকে বিস্ময়কর সব রেকর্ডের দেখা মিলছে।

আজ বুয়েনস এইরেসে যেমন চিলির মেয়েদের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডই গড়ে ফেলল আর্জেন্টিনা। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আর্জেন্টিনা সফরে গিয়েছে চিলি নারী জাতীয় দল। আজ প্রথম ম্যাচে চিলির বিপক্ষে আগে ব্যাট করে ১ উইকেটে ৪২৭ রান তোলে আর্জেন্টিনা। ছেলে ও মেয়েদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটাই প্রথম ৪০০ রানের রেকর্ড। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই এই স্কোর এখন স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের বিশ্ব রেকর্ডও।

চিলির মেয়েরা রানের এই 'পর্বত',এ উঠতে গিয়ে যেন পা হড়কে পড়েছে! ১৫ ওভারেই মাত্র ৬৩ রানে অলআউট হয় দলটি। ৩৬৪ রানের বিশাল জয়েও রেকর্ড গড়েছে আর্জেন্টিনার মেয়েরা। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটি সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ের বিশ্ব রেকর্ডও। ছেলে ও মেয়েদের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৩০০,এর বেশি রানে জয়ের নজির এর আগে শুধু একবারই দেখা গিয়েছিল;২০১৯ সালে মালির মেয়েদের বিপক্ষে ৩০৪ রানে জিতেছিল উগান্ডা। সেই রেকর্ডও আজ ভেঙে দিল আর্জেন্টিনার মেয়েরা। এমন ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙেছে আরও রেকর্ড।

এ ম্যাচে চিলির বোলাররা মোট ৭৩ রান 'এক্সট্রা' দিয়েছেন। এর মধ্যে নো বলই করেছেন ৬৪টি। ছেলে ও মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুটিই বিশ্ব রেকর্ড। ২০১৯ সালে এই চিলির বিপক্ষেই মেক্সিকোর মেয়েদের ৩৯ নো বল করার রেকর্ডটা এর মধ্য দিয়ে ভেঙে গেল। আর সব মিলিয়ে এক্সট্রা দেওয়ায় রোমানিয়ার মেয়েদের রেকর্ড ভেঙেছে চিলি। ২০১৯ সালে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ৭২টি এক্সট্রা দিয়েছিল রোমানিয়া।

চিলির বিপক্ষে আজ আর্জেন্টিনার দুই ওপেনারই সেঞ্চুরি পেয়েছেন। অতগুলো নো বল করাতে তাঁরা দুজনই সুযোগ পেয়েছেন ৮৪টি করে বল খেলার। তাতে ১৬৯ করেন লুসিয়া টেলর, অন্য প্রান্তে ১৪৫ রানে অপরাজিত ছিলেন আলবার্তা গালান। লুসিয়ার করা ১৬৯ রান মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। দুই ওপেনারের উদ্বোধনী জুটিতেই এসেছে ৩৫০ রান। ছেলে ও মেয়েদের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে যেকোনো উইকেটেই এটি এখন সর্বোচ্চ রানের জুটি।

ফেরার ম্যাচে চোট পেয়ে আবার ছিটকে গেলেন উইলিয়ামসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট কাটিয়ে প্রায় ছয় মাস পর ফিরে আবার চোটে পড়েছেন কেইন উইলিয়ামসন। চেন্নাইয়ে গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে রান নিতে গিয়ে নাজমুল হোসেনের থ্রো সরাসরি লাগে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়কের বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে। স্ক্যানে ওই আঙুলে চিড় ধরা পড়েছে তাঁর, ফলে আবার ছিটকে গেছেন তিনি।

অবশ্য বিশ্বকাপের শেষের দিকে তাঁকে ফিরে পাওয়ার আশা করছে নিউজিল্যান্ড। উইলিয়ামসনের বিকল্প হিসেবে টম ব্লান্ডেলকে ডাকা হয়েছে দলে। যদিও এখনই স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না তাঁকে। মানে উইলিয়ামসনকে নিয়ে আশা ছাড়ছে না নিউজিল্যান্ড।

ম্যাচের ৩৮তম ওভারের খেলা চলছিল তখন। তাসকিন আহমেদের করা বল মিড অফের দিকে পাঠিয়ে দ্রুত সিঙ্গেল নেন উইলিয়ামসন। রানআউটের সুযোগ থাকায় বল কুড়িয়ে জোরের ওপর থ্রো করেন নাজমুল। বল সরাসরি আঘাত করার পর তাৎক্ষণিকভাবে হাত থেকে ব্যাট ফেলে দেন উইলিয়ামসন। ফিজিওর কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে অবশ্য খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এই ব্যাটসম্যান।

কিন্তু পরের ওভারেই ব্যথা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ৭৮ রান করা উইলিয়ামসনকে। অবশ্য সতর্কতা হিসেবেই উঠে গেলেন কি না, সে প্রশ্নও ছিল। কিন্তু নিউজিল্যান্ড কোচ গ্যারি স্টিড জানিয়েছেন, স্ক্যানে উইলিয়ামসনের চিড় ধরা পড়েছে। এই চোট এখনো পুরো টুর্নামেন্টে না হলেও বেশির ভাগ সময়ের জন্য ছিটকে দিয়েছে তাঁকে। তবে উইলিয়ামসন শেষ পর্যন্ত দলে ফেরানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে বলেও জানিয়েছে স্টিড।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**